ডিজিটাল পদ্ধতিতে আল-কুরআন শিক্ষা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী হিসেবে নাজিল করেছেন আল-কুরআন। দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতি, যাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। তিনি [ﷺ] বলেছেন:"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো: যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।" আরো বর্ষিত হোক শান্তির ধারা তাঁর পরিবার, সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সকল উত্তম অনুসারীদের উপর।

১৪২৭ হিজরী সালের পবিত্র রমজান মাস। হঠাৎ করেই মনে জাগল কুরআন নাজিলের মাস রমজান। এ মাসে কুরআনের কিছু খেদমত করতে পারলে জীবনটা ধন্য হত। তাই সাধারণ মুসলিম ভাই ও বোন এবং ছোটদের কুরআন পড়ার জন্য আধুনিক বাংলা ও আরবি নিয়মে একটি বই লেখার দৃঢ় সংকল্প করি। বিলম্ব না করে সে দিনেই এ মহৎ কাজ আরম্ভ করি। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই বইটির প্রকাশ।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র বড় আমানত। কিছু মুফাসসীরগণের মতে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা এই প্রবিত্র মহা আমানত বহন করতে অপরগতা স্বীকার করে। [সূরা আহজাব: ৭২] বাবা আদম [عليه السلام] জান্নাতে থাকা অবস্থায় এ মহান আমানতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা আদম [عليه السلام]-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ [ﷺ]-এর প্রতি সর্বশেষ কিতাব রমজানের লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেন। দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণ কুরআনের নাজিল সম্পন্ন হয়। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অপরিবর্তন ও অবিকৃত থাকবে। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। [সূরা হিজর:৯]

আল-কুরআন কিয়ামতের দিন তার সাথীদের জন্য আল্লাহর নিকটে সুপারিশ করবে। আর যারা এ কিতাবকে ত্যাগ করবে তথা: পাঠ করবে না, আমল করবে না, এ দ্বারা বিচার ফয়সালা করবে না, শারীরিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসা করবে না এবং পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ

করবে না তারা কিয়ামতের মাঠে কুরআন ত্যাগকারী বলে বিবেচিত হবে। এ সময় তাদের বাঁচার উপায় কি হবে?!

এই পবিত্র আমানত রক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রতি চারটি কাজ জরুরি।

১. কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখে নিয়মিত প্রতিদিন পাঠ করা।
২. কুরআন কারীমের যে অর্থ ও তাফসীর রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর সাহাবাগণকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁদের পরে তাবে'য়ী ও ইমামগণও তাই শিখেছেন। আমাদের সকলকে সেই সঠিক অর্থ ও তাফসীর জানা।
৩. সঠিক অর্থ ও তাফসীর জেনে প্রতিটি বিষয়ে তার প্রতি যথাযথ সঠিক আমল করা।
৪. কুরআনের দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা। অর্থাৎ-যারা কুরআন পড়তে পারে না ও বিশুদ্ধ অর্থ জানে না এবং সঠিক আমলও করে না তাদেরকে এসব শিখানো।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শেখার জন্য প্রতিটি ভাষায় কিছু পুস্ড়ক প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম দেশ। পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে, যাদের অধিকাংশ মুসলিম। বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের কুরআন শিক্ষার প্রতি চরম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় ৪৩ বছর পরেও আমাদেরকে যাঁরা কুরআনের তা'লিম (শিক্ষা) দেন তাঁদের শিংহভাগ আজও উর্দু ও ফার্সী নিয়ম থেকে অতিক্রম করতে পারেননি। উর্দু ও ফার্সী নিয়মে আধুনিক নাম দিয়ে বাজারে বিভিন্ন ধরনের বহু বই-পুস্তক পাওয়া যায়।

আরো বড় দু:খ লাগে আরবি কুরআন শিক্ষার জন্য আরবি ও বাংলা ভাষার মাঝে শিক্ষার্থীদের মাথার উপর উর্দু-ফার্সীর বোঝা চাপানো দেখে। এ ছাড়া আরো আশ্চর্যের কথা হলো: যখন এক শ্রেণীর মানুষ উর্দু-ফার্সী নিয়মকেই আরবি বলে চালিয়ে দেন।

আর উর্দু-ফার্সীর ঝামেলা নয় বরং সরাসরি আরবি হতে বাংলা ও আরবি নিয়মের নতুন দিগন্ত উম্মচন করতে আমাদের এ ছোট প্রয়াস।

মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি ভাষায় যেমন আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। অনুরূপ আরবি ভাষাতেও আছে কিছু স্বরচিহ্ন (স্বরবর্ণ, স্বরধ্বনি) ও ব্যঞ্জনবর্ণ। আরবি ভাষায় মোট ব্যঞ্জনবর্ণ ২৮ বা ২৯টি। আর স্বরবর্ণ দুই প্রকার। (এক) হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটি যথাঃ (ـَ) আ-কার, (ـِ) ই-কার, (ـُ) উ-কার। (দুই) দীর্ঘ স্বরবর্ণ তিনটি যথাঃ (ـَا) দীর্ঘ আ-কার [এর ব্যবহার বাংলা ভাষাতে নেই], (ـِى) ঈ-কার ও (ـُو) ঊ-কার। এ ছাড়া তিনটি স্বরধ্বনি রয়েছে যথাঃ (ـْ , ـْ ^) হস্ চিহ্ন, দ্বিত্ব চিহ্ন ( ) ও (نْ) তানবীন তথা নূন সাকিন যার প্রকাশ হবেঃ (ـٌ ـٍ ـً) এভাবে।

কুরআন শিক্ষার জন্য মাত্র চারটি কাজঃ

১. আরবি ভাষার ২৮/২৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের সঠিক নাম, সঠিক উচ্চারণ ও একটি অপরটি অক্ষরের মাঝের সঠিক পার্থক্য জানা।
২. ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য তিনটি হ্রস্ব ও তিনটি দীর্ঘ স্বরবর্ণ জানা।
৩. স্বরবর্ণের সহযোগী আরো তিনটি স্বরধ্বনি তথাঃ হস্ (হসন্ত) চিহ্ন ও দ্বিত্ব চিহ্ন এবং তানবীন জানা।
৪. ৬টি স্বরবর্ণ ও ৩টি স্বরধ্বনি দ্বারা ২৮টি বঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য বেশি বেশি অনুশীলন করা।

উপরের চারটি কাজ যে ব্যক্তি করবেন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব আল-কুরআনের তেলাওয়াত অতি সহজে ও আল্প সময়ে নিশ্চয়ই শিখবেন। এ ছাড়া স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনিযুক্ত আরবি দোয়া ও হাদীসও পাঠ করতে পারবেন বলে আমরা ১০০% নিশ্চিত।

বইটির কিছু বৈশিষ্ট্যঃ

১. কুরআন পাঠের জন্য বাংলা ভাষার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ একটি বই।
২. কুরআন শিক্ষার ব্যাকরণ সম্মত একটি কিতাব।
৩. সরাসরি আরবি হতে বাংলার ব্যবহার।
৪. বাংলা ও আরবি বানান করার পদ্ধতি।
৫. উর্দু ও ফার্সীর ঝামেলা মুক্ত একটি পুস্তক।

৬. প্রতিটি পাঠে কুরআন ও আরবি ভাষার শব্দ দ্বারা উদাহরণ।
৭. প্রতিটি পাঠে অনুশীলনী ও সহজে বুঝার জন্য ভিন্ন রঙের ব্যবহার।
৮. সিডির সাহায্যে শিক্ষক ছাড়া ঘরে বসে কুরআন শেখার সুব্যবস্থা।
৯. সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ:)-এর কুরআন প্রিন্টিং প্রেসে আরবি নিয়মে ছাপা কুরআন পড়ার সমস্যা দূরীকরণ।

নিজের ও বহু সংখ্যক বাংলাভাষী ভাই-বোনদের দীর্ঘ দিনের লুক্কায়িত প্রত্যাশা বাংলা পদ্ধতি বা আরবি কুরআন পড়ার আরবি সঠিক নিয়ম জানার। তাই সে আশা পূরণের জন্য বয়স্কদের যাঁরা একেবারে প্রথম থেকে কুরআন শিখতে ইচ্ছুক ও সোনামণিদের হাতে এই ছোট মূল্যবান উপহার তুলে দিচ্ছি। বইটি দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ ও সৌদি আরবের ইসলামিক সেন্টারগুলোতে সিলেবাসভুক্ত করার জন্য পরামর্শ রইল।

বইটি সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তবে নিজের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় কিছুটা দখল থাকলে অতিদ্রুত ও সহজে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা সম্ভব। যদি এই বইটি এবং এর সিডি সংগ্রহ করতে পারেন, তবে ইন শাা আল্লাহ ১০০% নিশ্চিত যে, আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন শিক্ষক মহোদয় আপনার সাথেই আছেন।

শিক্ষক ছাড়া কুরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি বইটির এ অংশ “ডিজিটাল পদ্ধতিতে আল-কুরআন শিক্ষা” নামে তৃতীয়বার প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরাই এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সকল লেখকের বই-পুস্তক দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করেছি তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। এ ছাড়া দোয়া করি আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ড় হবার নয়। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিতে পড়লে অথবা কোন নতুন ও ভাল প্রস্তাব থাকলে তা

আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে এবং তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথভাবে তা বিবেচনা করা হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহ্মাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
৪/৩/১৪৩৫হিঃ ৫/১/২০১৪ইং
+৯৬৬৫০২৪৫৬৬১৭
saifbelal2010@gmail.com
saifuddin.m@ahsaic.org

পরামর্শ

প্রিয় শিক্ষক মহোদয়, শিক্ষার্থী ও বাবা-মা যাঁরাই এ বইটি পড়বেন বা পড়াবেন তাঁদের জন্য নিম্নে কিছু জরুরি পরামর্শ দেওয়া হলো। আশা করি পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে আল্লাহ চাহে আপনার কাঙ্খিত আশা পূরণ হবে।

১. সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখবেন যে, আল্লাহর কিতাব কুরআন কারীম সবচেয়ে সহজ একটি কিতাব। [সূরা কামার:১৭,২২,৩২,৪০] কোন প্রকার ভয় পবেন না বা আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন না।
২. নিজের মাতৃভাষার মত সহজ করে পড়ার চেষ্টা করবেন। কোন প্রকার মাথা বা ঘাড় কিংবা চোখ না নড়িয়ে এবং প্রথম হতেই জিহবা ও শব্দকে স্বাভাবিক রেখে পড়ার বা পড়ানোর অভ্যাস করবেন বা করাবেন।
৩. আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পড়ার সাথে সাথে প্রতিটি পাঠ লেখতে বা লেখাতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি অনুশীলনী গুরুত্ব সহকারে বুঝার ও লেখা বা লেখানোর চেষ্টা করতে হবে।
৪. একটি পাঠ পূর্ণভাবে না শেখার পূর্বে পরবর্তী পাঠ শেখা বা শেখানোর চেষ্টা করবেন না। আর প্রতিটি পাঠ লেখা বা লেখানোর ব্যাপারে মনোযোগী থাকবেন।
৫. ব্যঞ্জনবর্ণ সঠিকভাবে শেখতে পারলেই হাতে কুরআন নিয়ে বা দিয়ে অক্ষরগুলো চিহ্নত করার চেষ্টা করবেন। অক্ষর চিনতে সমস্যা না হলে মনে রাখবেন, এখন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কুরআন পড়া শিখে ফেলেছেন।
৬. স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যখন আয়ত্ব করতে পারবেন তখন আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কুরআনে তা অনুশীলন করার চেষ্টা করবেন। যদি স্বরবর্ণ (১০+১০=২০) ও স্বরধ্বনি (১০) চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে আপনি আরো ত্রিশ ভাগ যোগ করেন। অর্থাৎ–এখন আপনি (৫০+ ২০+১০=৮০) ভাগ কুরআন পড়তে পারছেন মনে করবেন।
৭. এবার আপনি বানান করে মিলানোর জন্য বেশি বেশি অনুশীলন করুন। অনুশীলন করার নিয়ম হলো: যে কোন একটি আয়াত বা

একটি ছোট সূরা নির্দিষ্ট করুন। এরপর সর্বপ্রথম ব্যঞ্জনবর্ণগুলো কমপক্ষে ১০বার চিহ্নিত করুন। এরপর স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনিগুলো ১০বার পড়ার চেষ্টা করুন। অত:পর বানান করুন ১০বার এবং মিলিয়ে পড়ুন ১০বার। এভাবে একটি আয়াত মোট ৪০বার অনুশীলন করলে একেবারে সহজ হয়ে যাবে।

৮. মনে রাখবেন এ অবস্থায় রাস্তায় গাড়ি না চালিয়ে খোলা মাঠে গাড়ি চালাবের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ–এ সময় অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই বরং দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন।

৯. কুরআন শেখা গাড়ির ড্রাইভিং শেখার মতই। যে যত ভয় কম করবেন সে ততো তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে শেখবেন। অল্প জায়গায় বেশি বেশি অনুশীলন করবেন। আল্লাহ চাহে এরপর সমস্ড় কুরআনের যে কোন স্থানে দ্রুত গতিতে গাড়ির চাকা ঘুরবে।

১০. সম্মানিত বাবা-মা! আপনার সোনামণীদেরকে সহজভাবে কুরআন শেখানোর জন্য নিজেরা প্রথমে বইটি একবার ভাল করে পড়ে নিবেন। এরপর বাংলার সাথে আরবির অনেকটাই মিল রয়েছে তা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। আর বিশেষ করে সিডিতে যেভাবে সহজে পড়ার পদ্ধতি দেয়া হয়েছে তা বুঝে অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন।

১১. সর্বদা উৎসাহিত করবেন, ভুল করেও কখনো নিরুৎসাহিত করবেন না। হতাশ হওয়া বা ভয় দেখানো কিংবা ভয় করাই হলো কুরআন না শেখতে পারার সবচেয়ে কঠিন ও বড় সমস্যা।

১২. কখনো ভুল করে প্রথমে আরবি অক্ষরের মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) শেখে বা শেখানোর পর কুরআন শেখার চেষ্টা করবেন না। বরং সঠিক তালকীন তথা বিশুদ্ধভাবে শুনে শুনে অনুরূপ অনুকরণ করার চেষ্টা করবেন।

১৩. বাংলা অথবা আরবি যে কোন একটি বানান পদ্ধতি নির্বাচন করে সর্বদা তাই অনুসরণ করবেন।

الحروف العربية الهجائية

আরবি বর্ণমালা [ব্যঞ্জনবর্ণ-Consonant]

ث	ت	ب	ا
د	خ	ح	ج
س	ز	ر	ذ
ط	ض	ص	ش
ف	غ	ع	ظ
م	ل	ك	ق
ي	و	هـ	ن

নোট:

- প্রতিটি ভাষায় যেমন ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণ আছে। অনুরূপ আরবি ভাষায় আছে কিছু ব্যঞ্জনবর্ণ এবং স্বরচিহ্ন (স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি)। আরবিতে ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ২৮টি। আর হামজাকে আলাদা অক্ষর হিসাব করলে ২৯টি।
- ব্যঞ্জনবর্ণ বলেঃ যে বর্ণ অন্য বর্ণের তথা স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না। যেমনঃ ক, খ, গ--- بَ ، تَ ، ثَ ।
- স্বরবর্ণ বলেঃ যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই তথা নিজে নিজেই উচ্চারিত হয়। যেমনঃ অ, ই, উ ---- ـَ ـِ ـُ।
- আলিফ স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি মুক্ত হলে মাদের অক্ষর। আর যুক্ত হলেই হামজায় পরিণত হয়। তাই হামজা আলাদা কোন অক্ষর না। আবার কেউ কেউ হামজাকে পৃথক অক্ষর ধরে মোট ২৯টি অক্ষর বলেছেন।
- پ، ٹ، چ، ڈ، ڑ، ژ، گ، ں، ے. যথাক্রমে ডান দিক থেকে পে, টে, চে, ডাল, ড়ে, ঝে, গাপ, নূনগুন্নাহ ও ইয়ায়ে মাজহুল অক্ষরগুলো উর্দু-ফার্সী ভাষায় অতিরিক্ত রয়েছে।
- আরবি ز (জ্বাই) অক্ষরটিকে উর্দু-ফার্সীর ژ (ঝে)-এর মত পড়া একটি প্রচলিত ভুল।
- ওয়াও, ইয়া ও আলিফ যদি স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যুক্ত ছাড়া হয়, তাহলে এ তিনটি অক্ষরকে “মাদের অক্ষর” বলে।
- বর্ণমালাগুলো ডান ও বাম এবং উপর ও নিচ দিক হতে বারবার পড়ার বা পড়ানোর চেষ্টা করুন।

আরবি অক্ষরের উচ্চারণ

অক্ষর	আরবি	বাংলা	ইংরেজি	উর্দু-ফাসা
ا	أَلِفْ	আলিফ	**Alif**	আলিফ
ب	بَاءْ	বাা	**Baa**	বে
ت/ة	تَاءْ	তাা	**Taa**	তে
ث	ثَاءْ	ছাা	**Thaa**	ছে
ج	جِيمْ	জীম	**Jiim**	জীম
ح	حَاءْ	হাা	**Haa**	হে
خ	خَاءْ	খ-	**Khaa**	খে
د	دَالْ	দাাল	**Daal**	দাাল
ذ	ذَالْ	যাাল	**Dhaal**	যাাল
ر	رَاءْ	র-	**Raa**	রে
ز	زَايْ	জ্বাাই	**Zaai**	জ্বে
س	سِينْ	সীন	**Siin**	সীন
ش	شِينْ	শীন	**Shiin**	শীন
ص	صَادْ	স্ব-দ	**Saad**	স্ব-দ
ض	ضَادْ	য-দ	**Dhaad**	য-দ

অক্ষর	আরবি	বাংলা	ইংরেজি	উর্দু-ফাসা
ط	طَاءْ	ত্ব-	**Taa**	ত্বোই
ظ	ظَاءْ	য-	**Zaa**	যোই
ع	عَينْ	‘আইন	**Ayiin**	‘আইন
غ	غَينْ	গইন	**Gayiin**	গাইন
ف	فَاءْ	ফাা	**Faa**	ফে
ق	قَافْ	ক্ব-ফ	**Qaaf**	ক্ব-ফ
ك	كَافْ	কাফ	**Kaaf**	কাাফ
ل	لاَمْ	লাাম	**Laam**	লাাম
م	مِيمْ	মীম	**Miim**	মীম
ن	نَونْ	নূন	**Nuun**	নূ
ه / هـ	هَاءْ	হাা	**Haa**	হে
و	وَاوْ	ওয়াাও	**Waaw**	ওয়াা
ي	يَاءْ	ইয়াা	**Yaa**	ইয়াা

নোট:

১. আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সঠিকভাবে জানার জন্য ৩টি জিনিস জরুরি:

(ক) প্রতিটি অক্ষরের সঠিক নাম জানা।

(খ) প্রতিটি অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা।

(গ) অক্ষরগুলোর পরস্পরের মাঝের পার্থক্য জানা।

২. অক্ষরগুলোর পরস্পরের পার্থক্য দু'টি জিনিস দ্বারা করা হয়েছেঃ
(ক) আকৃতি ও রূপের দিক থেকে পার্থক্য। যেমন: ب ج غ ف ل ي
(খ) একই আকৃতির অক্ষরগুলো নোক্তার (ফোটার) ব্যবহার দ্বারা পার্থক্য। যেমন: بـ نـ تـ يـ جـ حـ خـ ثـ شـ

৩. আমাদের দেশে কিছুকাল আগে বা আজও কিছু সংখ্যক মানুষ আরবি অক্ষরগুলোর উচ্চারণ উর্দু-ফার্সী অক্ষরের মত করে থাকেন। আমরা এখানে আরবি উচ্চারণের পাশাপাশি উর্দু-ফার্সী উচ্চারণও তুলে ধরেছি যাতে করে পাঠক পার্থক্য করতে পারেন।

৪. আরবি অক্ষরের মধ্যে এই (خ ، ص ، ض غ ، ط ، ق ، ظ) সাতটি অক্ষরকে ইস্ড়ি'য়ালার অক্ষর বলে। যার উচ্চারণ মোটা স্বরে গোল করে হবে। অনুরূপ (ر) অক্ষরটি যখন ফাতহা (আ-কারযুক্ত) ও যম্মা (উ-কারযুক্ত) হবে তখন তাফখীম তথা মোটা স্বরে গোল করে উচ্চারণ করতে হবে। এগুলোর উচ্চারণ ফাতহাযুক্ত হলে গোল করে উচ্চারণের জন্য লিখতে ও পড়তে আ-কার (া) ছাড়াই হবে। তবে অতি প্রয়োজনে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এ ছাড়া বাকি অক্ষরগুলো আ-কার (া) দ্বারা হবে। আর দীর্ঘ আ-কার (াা) যুক্ত হলে লম্বা ও গোল করে টেনে পড়ার জন্য হাইফেন (-) ব্যবহার করা হবে। আর বাকি অক্ষরগুলোকে লম্বা করে টেনে পড়ার জন্য দীর্ঘ আকার তথা দুই (াা) আ-কার [বাংলাতে এ ধরনের ব্যবহার নেই] ও ঈ-কার (ী) এবং ঊ-কার (ূ) ব্যবহার করা হয়েছে। 'আইন উচ্চারণের জন্য উল্টা (') কমাসহ ('য়) এবং 'আইন সুকূন (হস্) অবস্থার জন্য শুধুমাত্র উল্টা কমা ব্যবহার করা হবে। আর হামজার সুকূন অবস্থায় উচ্চারণের জন্য শুধু কমা (') ব্যবহার করা হবে।

বাংলা-ইংরেজি প্রতিবর্ণ

অক্ষর	বাংলা	ইংরেজি
ا	আ	**A**
ب	ব	**B**
ت	ত	**T**
ث	ছ	**Th**
ج	জ	**J**
ح	হ	**H**
خ	খ	**Kh**
د	দ	**D**
ذ	য	**Dh**
ر	র	**R**
ز	জ	**Z**
س	স	**S**
ش	শ	**Sh**
ص	স্ব	**S**

অক্ষর	বাংলা	ইংরেজি
ض	য	Dh
ط	ত্ব	T
ظ	য	Z
ع	‘য়া	A
غ	গ	Gh
ف	ফ	F
ق	ক্ব	Q
ك	ক	K
ل	ল	L
م	ম	M
ن	ন	N
هـ	হ	H
ء	আ	A
و	ব	W
ي	য়	Y

নোট:

কিছু আরবি অক্ষর অন্য কোন ভাষায় হুবহু উচ্চারণ করা কঠিন কাজ। কারণ অক্ষরগুলোর মাখরাজ (উচ্চারণস্থলের) সাথে অন্য ভাষার উচ্চারণস্থলের মিল কম। আর কিছু এমনও আছে যার প্রতিবর্ণ নাই।

তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখার জন্য প্রয়োজন আরবি ভাষায় ভাল আলেম বা কারি ও হাফেজ সাহেবদের। ঘরে বসে সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য পাঠ্য বইয়ের সাথে আপনাদের জন্য শিক্ষক হিসাবে উপহার থাকবে মূল্যবান একটি ডিভিডি। ডিভিডিতে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করলে যে কেউ নিজ বাড়িতে বসে আল্লাহ চাহে আরবি অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে পারবেন। আর আল্লাহর মেহেরবানীতে সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন বলে আমরা আশাবাদী।

অনুশীলনী

(ক) কাছাকাছি আকৃতির আরবি অক্ষর:

ث	ة	ت	ب
	ج	خ	ح
ز	ر	ذ	د
ض	ص	ش	س
غ	ع	ظ	ط
ك	و	ق	ف
ههه هه ه	ن	م	ل
ي ى ـے	ء أ إ ٱ ئ ؤ ـئـ ئ হামজাহ		ا ٰ آ اْ وٰ ىٰ আলিফ

নোট:

(هـ) হা ও (ء) হামজাহ অক্ষর দু'টি বিভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে। কারণ, এ অক্ষরটি কুরআনে বিভিন্নভাবে লেখা হয় যা বুঝতে সমস্যা হবে না।

অনুশীলনী

(খ) নোক্‌তাযুক্ত (ফোটাযুক্ত) অক্ষরসমূহঃ (১)

ج	ث	ت– ة	ب
ش	ز	ذ	خ
ف	غ	ظ	ض
	ي	ن	ق
بـتـثـشـجـخـذ ضـظـغـفـقـنـيـزة			

নোট:

১. কিছু অক্ষর এক নোক্‌তাযুক্ত (ফোটাযুক্ত)। আবার কিছু দুই নোক্‌তা আর কিছু তিন নোক্‌তাযুক্ত।
২. কিছু অক্ষরের উপরে নোক্‌তা আবার কিছু অক্ষরের নিচে নোক্‌তা।
৩. নোক্‌তা দ্বারাই একই আকৃতির অক্ষরের মাঝে পার্থক্য করা হয়।
৪. নোক্‌তাযুক্ত অক্ষরগুলোকে “হুরূফ মানকূতাহ্” আর নোক্‌তামুক্ত অক্ষরসমূহকে “হুরূফ মুহ্‌মালাহ্” বলা হয়।
৫. (ـت- ة - ـة) তা দু'প্রকার:

(ক) (ـت) “তা” মাফতূহা তথা লম্বা তা। ইহা ওয়াস্‌ল (মিলিয়ে পড়ার সময়) ও ওয়াক্‌ফ (থামার সময়) উভয় অবস্থায় “তা” উচ্চারিত হবে।

(খ) (ة) "তা" মারবূতা তথা গোল তা। ইহা ওয়াস্‌ল তথা মিলিয়ে পড়ার সময় (ة) তা পড়তে হবে এবং ওয়াক্‌ফের সময় হা (ه)। ইহা সর্বদা নাম-বিশেষ্যের শেষে হয়। যেমনঃ شَجَرَةٌ (শাজারাতুন) শব্দটি মিলিয়ে না পড়ে যদি ওয়াক্‌ফ করা হয়, তাহলে তাকে হা করে (শাজারাহ্‌) পড়তে হবে।

অনুশীলনী

(গ) নোক্‌তাযুক্ত অক্ষরসমূহঃ (২)

خـ	جـ	نـ	بـ
ظ	ضـ	ز	ذ
	ق	ف	غـ
يـ	تـ	شـ	ثـ

অনুশীলনী

(ঘ) নোক্‌তা ছাড়া অক্ষরসমূহঃ

ر	د	ح	ا
ع	ط	ص	س
ه / ه	م	ل	ك
	ى	ء	و
احسصطعـكـلمهـئـورد			

অনুশীলনী

(ঙ) খালি ঘর পূরণ করুনঃ

	ت		ا
	خ		ج
س	ز		ذ
ط		ص	
ف		ع	
	ل		ق
	و		ن

অনুশীলনী

(চ) নোকতা যুক্ত করুন:

ٮ	ٮ	ٮ	ا
د	ح	ح	ح
س	ر	ر	د
ط	ص	ص	س
ڡ	ع	ع	ط
م	ل	ك	ٯ
ى	و	ه	ں
ٮٮٮححصطعڡڡٮٮدر			

অনুশীলনী

(ছ) আরবি অক্ষরসমূহ ক্রমানুসারে লিখুনঃ

অনুশীলনী

(জ) স্থানভেদে প্রতিটি অক্ষরের রূপ ও আকৃতি

অক্ষর	শুরুতে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শেষে	যেমন
ء	أ	أَمَلَ	ـأ	يَأْتِي	ـلأ	أَمْلأَ
ب	بـ	بَابٌ	ـبـ	سَبُّورَةٌ	ـب	مُجِيبٌ
ت	تـ	تَوْبَةٌ	ـتـ	فِتْنَةٌ	ـت	بَيْتٌ
ث	ثـ	ثَوْبٌ	ـثـ	مَنْثُورٌ	ـث	ثُلُثٌ
ج	جـ	جُنُودٌ	ـجـ	يُجِيبُ	ـج	حَجَّ
ح	حـ	حُبٌّ	ـحـ	نَحْنُ	ـح	صَحِيحٌ
خ	خـ	خُبْزٌ	ـخـ	سَخِيٌّ	ـخ	مُخٌّ
د	د	دَعْوَةٌ	ـد	بَدْرٌ	ـد	جَدِيدٌ
ذ	ذ	ذَوْقٌ	ـذ	كَذِبٌ	ـذ	أَنْقَذَ
ر	ر	رِحْلَةٌ	ـر	مَرِيضٌ	ـر	مُدِيرٌ
ز	ز	زُهُورٌ	ـز	عَزِيمٌ	ـز	عَزِيزٌ
س	سـ	سَبْعَةٌ	ـسـ	مُسْلِمٌ	ـس	شَمْسٌ
ش	شـ	شُعُورٌ	ـشـ	بَشِيرٌ	ـش	مِشْمِشٌ
ص	صـ	صَبْرٌ	ـصـ	بَصِيرٌ	ـص	لِصٌّ
ض	ضـ	ضَمِيرٌ	ـضـ	غَضِبَ	ـض	بُغْضٌ
ط	ط	طَبُورٌ	ـطـ	خَطِيرٌ	ـط	قِطٌّ
ظ	ظ	ظِلٌّ	ـظـ	عَظِيمٌ	ـظ	حَفِيظٌ
ع	عـ	عِيدٌ	ـعـ	سَعِيدٌ	ـع	مُتَوَاضِعٌ

অক্ষর	শুরুতে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শেষে	যেমন
غ	غـ	غُرْفَةٌ	ـغـ	يَغِيظُ	ـغ	صُبْغٌ
ف	فـ	فُرُوقٌ	ـفـ	صُفُوفٌ	ـف	عَفِيفٌ
ق	قـ	قُرْآنٌ	ـقـ	اِسْتَيْقَظَ	ـق	شَقِيقٌ
ك	كـ	كَفِيلٌ	ـكـ	عَلَيْكُمْ	ـك	زَكِيكٌ
ل	لـ	لَوْنٌ	ـلـ	عُلُومٌ	ـل	جَمِيلٌ
م	مـ	مَرْحَبًا	ـمـ	فَمَنْ	ـم	سَلِيمٌ
ن	نـ	نَعِيمٌ	ـنـ	كُنْتُمْ	ـن	خَاشِعِينَ
ه	هـ	هِلاَلٌ	ـهـ	شُهُودٌ	ـه	هِجْرَتُهُ
و	و	وُرُودٌ	ـو	يَوْمَ	ـو	يَدْعُو
ي	يـ	يُحْيِيُ	ـيـ	يَسِيرٌ	ى ي	حَتَّى تَحْتِي

নোট:

স্থানভেদে অক্ষরের আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন হয়। একই অক্ষর শব্দের শুরুতে হলে একরূপ। আবার শব্দের মধ্যখানে বা শেষে হলে অন্যরূপ। যার ফলে অক্ষর চিনতে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য উপরে প্রতিটি অক্ষর শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে ব্যবহার করে দেখানো হলো। অক্ষরের বিভিন্নরূপ সঠিকভাবে জানার জন্য মনে-প্রাণে চেষ্টা করুন।

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো চিহ্নিত করে লিখুন:

এ আয়াতটিতে কুরআন পড়ার জন্য ২৮ বা ২৯টি আরবি ব্যঞ্জনবর্ণ উল্লেখ হয়েছে। প্রতিটি অক্ষর চিহ্নিত করে কতবার এসেছে সংখ্যাসহ আলিফ ও হামজাহ এক সাথে ইয়া পর্যন্ত ক্রমানুসারে লিখুন:

﴿محمد رسول ٱلله وٱلذين معه أشدآء على ٱلكفار رحمآء بينهم
ترىٰهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ٱلله ورضوٰنا سيماهم فى
وجوههم من أثر ٱلسجود ذٰلك مثلهم فى ٱلتورىٰة ومثلهم فى
ٱلإنجيل كزرع أخرج شطـٔه فـٔازره فٱستغلظ فٱستوىٰ علىٰ
سوقه يعجب ٱلزراع ليغيظ بهم ٱلكفار وعد ٱلله ٱلذين ءامنوا۟
وعملوا۟ ٱلصٰلحٰت منهم مغفرة وأجرا عظيما ﴿٢٩﴾ سورة الفتح: ٢٩

			হামজাহ	আলিফ

আরবি স্বরবর্ণ [Vowels]

নাম		আরবি স্বরবর্ণ	বাংলা প্রতি স্বরবর্ণ	ইংরেজি প্রতি স্বরবর্ণ
হারাকাত ক্বসীরাহ্ [হ্রস্ব স্বরবর্ণ] (Short Vowels)	ফাতহা ক্বসীরাহ	ـَـ	আ = া	A
	কাসরা ক্বসীরাহ	ـِـ	ই = ি	I
	যম্মা ক্বসীরাহ	ـُـ	উ = ু	U
হারাকাত ত্বীলাহ্ [দীর্ঘ স্বরবর্ণ] (Long Vowels)	ফাতহা ত্বীলাহ	ا + ـَ মাদের আলিফ	আআ =াা	aa
	কাসরা ত্বীলাহ	ي + ـِ মাদের ইয়া	ঈ = ী	II
	যম্মা ত্বীলাহ	و + ـُ মাদের ওয়াও	ঊ = ূ	uu

মাদের অক্ষর তিনটি: ওয়াও, আলিফ ও ইয়া। এগুলো মাদের অক্ষর হওয়ার জন্য শর্ত ২টি:

(১) হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত হওয়া। যদি হারাকাত বা স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তবে মাদের অক্ষর হবে না।

(২) [ا + ـَ] আ-কারের সাথে আলিফ, [ى + ـِ] ই-কারের সাথে ইয়া ও [و + ـُ] উ-কারের সাথে ওয়াও হতে হবে। আর যদি ওয়াও এবং ইয়ার পূর্বে ফাতহা (ـَ) আ-কার হয়, তাহলে তাকে “লীনের হরফ” বলা হয়।

হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ

(হারাকাত ক্বসীরাহ ও হারাকাত ত্বীলাহ)

আরবিতে হারাকাত তথা স্বরবর্ণ তিনটি:

আ-কার (ফাতহা)	ই-কার (কাসরা)	উ-কার (যম্মা)
ـَ	ـِ	ـُ

এগুলো আবার প্রতিটি দুই প্রকার: ক্বসীরাহ (হ্রস্ব) ও ত্বীলাহ (দীর্ঘ)

হ্রস্ব স্বরবর্ণ (হারাকাত ক্বসীরাহ)		দীর্ঘ স্বরবর্ণ (হারাকাত ত্বীলাহ)	
১	আ-কার (া) (ফাতহা ক্বসীরাহ)	১	দীর্ঘ আ-কার (াা) (ফাতহা ত্বীলাহ)
২	ই-কার (ি) (কাসরা ক্বসীরাহ)	২	ঈ-কার (ী) (কাসরা ত্বীলাহ)
৩	উ-কার (ু) (যম্মা ক্বসীরাহ)	৩	ঊ-কার (ূ) (যম্মা ত্বীলাহ)

হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটি

প্রথমত: আ-কার (َ) (ফাতহা ক্বসীরাহ):

“ফাতহা” অর্থ খুলে যাওয়া। ফাতহাকে এ জন্যে ফাতহা বলা হয় যে, এ (َ া) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোঁট দু'টি সামনের দিকে খুলে যায়। ফাতহাকে বাংলায় আ-কার বলে। আর “ক্বসীরাহ” অর্থ খাট বা হ্রস্ব যা একমাত্রা পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। ইহা বাংলায় আ-কারের (া) মত উচ্চারিত হবে। ফাতহা যে অক্ষরের উপর হয় তাকে “মাফতূহ” তথা আ-কারযুক্ত অক্ষর বলে।

আরবি অক্ষরের মধ্যে এই (خ ، ص ، ض غ ، ط ، ق ، ظ.) সাতটি অক্ষরকে ইস্ত্বি'য়ালার অক্ষর বলে। যার উচ্চারণ মোটা স্বরে গোল করে হবে। অনুরূপ (ر) হরফটি যখন ফাতহাযুক্ত (া) হবে তখন তাফখীম তথা মোটা স্বরে গোল করে উচ্চারণ করতে হবে। এগুলোর উচ্চারণ ফাতহা (া) যুক্ত হলে আ-কার (া) ছাড়াই হবে।

[উর্দু-ফার্সীতে ফাতহাকে জবর বলে। জবর অর্থ উপরে, ইহা হরফের উপরে থাকে বলে জবর বলা হয়। আরবি নিয়মে আলিফে ফাতহা হলে উপরে হামজাসহ এরূপ (أَ) হবে। কিন্তু উর্দু ও ফার্সীতে সরাসরি আলিফের উপর ফাতহাযুক্ত করা হয়।]

আ-কার (ফাতহা ক্বসীরাহ) দ্বারা অনুশীলনী

خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	أَ
খ	হা	জা	ছা	তা	বা	আ
صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ
স্ব	শা	সা	জ্বা	র	যা	দা
قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ	ضَ
ক্ব	ফা	গ	‘য়া	য	ত্ব	য
يَ	وَ	هَ	نَ	مَ	لَ	كَ
ইয়া	ওয়া	হা	না	মা	লা	কা

নোটঃ

১. ফাতহা (ـَـ া) যুক্ত অক্ষরকে পড়ার সময় যেন টান লম্বা না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর একবার বানান করে ও দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া আ, বা, তা, ছা --- এভাবে পড়ুন।

২. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা (া) আ-কার (আ), বা (া) আ-কার (বা), তা (া) আ-কার (তা) ----- ।

আরবিঃ হামজা ফাতহা (আ), বা ফাতহা (বা), তা ফাতহা (তা)---- ।

শব্দে আ-কার (ফাতহা কস্বীরাহ)

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَتَبَ	কাতাবা	ذَهَبَ	যাহাবা
أَمَرَ	আমারা	فَتَحَ	ফাতাহা
أَكَلَ	আকালা	جَبَلَ	জাবালা

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

আ-কার (ফাতহা ক্বসীরাহ)-এর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَرُمَ		أَذِنَ	
فَهِمَ		لَمَعَ	
دَخَلَ		خَرَجَ	

দ্বিতীয়তঃ ই-কার (-) (কাসরা ক্বসীরাহ):

কাসরা অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া। কাসরাকে এ জন্যে কাসরা বলা হয় যে, এ (-ি) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁটটি নিচের দিকে ভেঙ্গে আসে। কাসরাকে বাংলাতে ই-কার বলে। অতএব "কাসরা ক্বসীরাহ" হলোঃ যে (- ি) টি উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁটটি নিচের দিকে ভেঙ্গে যায় এবং হ্রস্ব তথা একমাত্রা পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। ইহা বাংলায় ই-কারের (ি) মত উচ্চারিত হবে। অনেকেই এর উচ্চারণ একার (ে)-এর মত করে থাকেন যা বহুল প্রচলিত ভুল। একারের ব্যবহার উর্দু-ফার্সী ভাষাতে থাকলেও আরবিতে নেই। কুরআনের মাত্র একবার সূরা হুদের ৪১ নং আয়াতে (مَجْرٖىهَا) "মাজরেহা" শব্দটির আলিফকে তথা দীর্ঘ-আকারকে 'ইমালা' করে পড়ার জন্য (ে) এ-কারের মত পড়তে হবে।
ইমালা হলোঃ আলিফকে 'ইয়া'মুখী এবং ফাতহাকে কাসরামুখী করে পড়ার নাম। কাসরা যে অক্ষরের নিচে হয় তাকে "মাকসূর" তথা কাসরাযুক্ত হরফ বলে।

[উর্দু-ফার্সীতে কাসরাকে যের বলে। যের অর্থ নিচে, ইহা হরফের নিচে হয় তাই যের বলা হয়। আরবি নিয়মে আলিফে কাসরা হলে নিচে হামজাসহ এরূপ (إِ) হবে। কিন্তু উর্দু ও ফার্সীতে সরাসরি আলিফের নিচে সাসরাযুক্ত করা হয়।]

ই-কার (কাসরা ক্বসীরাহ) দ্বারা অনুশীলনী

خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	إِ
খি	হি	জি	ছি	তি	বি	ই
صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ
স্বি	শি	সি	জ্বি	রি	যি	দি
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ
ক্বি	ফি	গি	'য়ি	যি	ত্বি	যি
يِ	وِ	هِ	نِ	مِ	لِ	كِ
ইয়ি	বি	হি	নি	মি	লি	কি

১. কাসরাকে (ে) এ-কার পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আর একবার বানান করে ও দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া ই, বি, তি, ছি --- এভাবে পড়ুন।

২. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা (ি) ই-কার (ই), বা (ি) ই-কার (বি), তা (ি) ই-কার (তি) -------।

আরবিঃ হামজা কাসরা (ই), বা কাসরা (বি), তা কাসরা (তি)-------।

শব্দে ই-কার (কাসরা কস্রীরাহ)

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
قِدَمٌ	কিদামুন্	عِنَبٌ	য়িনাবুন্
عِوَجٌ	য়িওয়াজুন্	كِرَمٌ	কিরামুন্
رَكِبَ	রকিবা	فَهِمَ	ফাহিমা
نَدِمَ	নাদিমা	لَعِبَ	লায়িবা

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

ই-কার (কাসরা ক্বসীরাহ)-এর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
عَلِمَ		سَعِدَ	
سَمِعَ		مَنْطِقْ	
فَرِحَ		بَخِلَ	

তৃতীয়তঃ উ-কার (ـُ) (যম্মা ক্বসীরাহ):

যম্মা অর্থ মিলে যাওয়া। যম্মাকে যম্মা এ জন্যে বলা হয় যে, এ (ـُ ু) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোট দু'টি সামনের দিকে গোল হয়ে মিলে যায়।

যম্মাকে বাংলায় উ-কার বলে। একে হ্রস্ব তথা একমাত্রা পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। এর উচ্চারণ বাংলায় উ-কারের (ু) মত হবে। যম্মা যে অক্ষরের উপরে হয় তাকে "মাযমূম" যম্মাযুক্ত অক্ষর বলে। অনেকেই এর উচ্চারণ ও-কার (ে া)-এর মত করে থাকেন। ইহা একটি বড় ধরণের ভুল।

উর্দু-ফারসীতে ও-কার (ে া)-এর উচ্চারণ থাকলেও আরবিতে এর ব্যবহার নেই।

[উর্দু-ফারসীতে একে পেশ বলে। পেশ অর্থ সামনে, ইহা হরফের সামনে থাকে বলে পেশ বলা হয়। আরবি নিয়মে আলিফে যম্মা হলে উপরে হামজাসহ এরূপ (أُ) হবে। কিন্তু উর্দু ও ফার্সীতে সরাসরি আলিফের উপরে যম্মাযুক্ত করা হয়।]

উ-কার (যম্মা ক্বসীরাহ) দ্বারা অনুশীলনী

خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
খু	হু	জু	ছু	তু	বু	উ
صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ
স্বু	শু	সু	জু	রু	যু	দু
قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ	ضُ
কু	ফু	গু	‘য়ু	যু	তু	যু
يُ	وُ	هُ	نُ	مُ	لُ	كُ
ইয়ু	বু	হু	নু	মু	লু	কু

১. যম্মা-উ-কার (ু)কে (ে া) ও-কার পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আর একবার বানান করে ও দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া উ, বু, তু, ছু ––– এভাবে পড়ুন।

২. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা (ু)কার (উ), বা (ু)কার (বু), তা (ু)কার (তু) ---।

আরবিঃ হামজা যম্মা (উ), বা যম্মা (বু), তা যম্মা (তু) -------।

শব্দে উ-কার (যম্মা কস্বীরাহ)

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
شَرُفَ	শারুফা	مُحِبٌّ	মুহিব্বুন্
زُفَرٌ	জুফারুন্	كَرُمَ	কারুমা
قُلْ	কুল্	حَسُنَ	হাসুনা
قُمْ	কুম্	صُمْ	স্বুম্

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

উ-কার (যম্মা ক্বসীরাহ)-এর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
مُذِلٌّ		مُعِزٌّ	
كُلْ		عُمَرُ	
عَظُمَ		ظُلْمٌ	

আ-কার (ফাতহা), ই-কার (কাসরা) ও উ-কার (যম্মা) দ্বারা এক সাথে

অনুশীলনী

ثَ ثِ ثُ	تَ تِ تُ	بَ بِ بُ	أَ إِ أُ
دَ دِ دُ	خَ خِ خُ	حَ حِ حُ	جَ جِ جُ
سَ سِ سُ	زَ زِ زُ	رَ رِ رُ	ذَ ذِ ذُ
طَ طِ طُ	ضَ ضِ ضُ	صَ صِ صُ	شَ شِ شُ
فَ فِ فُ	غَ غِ غُ	عَ عِ عُ	ظَ ظِ ظُ
مَ مِ مُ	لَ لِ لُ	كَ كِ كُ	قَ قِ قُ
يَ يِ يُ	وَ وِ وُ	هَ هِ هُ/ةَ ةِ ةُ	نَ نِ نُ

১. বানান করার নিয়ম হলোঃ

বাংলাঃ হামজা (ا) আ-কার (আ), হামজা (ি) ই-কার (ই), হামজা (ু) উ-কার (উ) = আ ই উ, -------।

আরবিঃ হামজা ফাতহা (আ), হামজা কাসরা (ই), হামজা যম্মা (উ) = আ ই উ,-------।

২. একবার বানান করে ও দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া আ ই উ, বা বি বু, তা তি তু, ছা ছি ছু ---- এভাবে পড়ুন।

দীর্ঘ স্বরবর্ণ তিনটি

১. দীর্ঘ আ-কার (াা) (ا + َ) (ফাতহা ত্ববীলাহ):

"ত্ববীলাহ" অর্থ লম্বা বা দীর্ঘ। ফাত্‌হা ক্বসীরাকে একটু দীর্ঘ তথা দুই মাত্রা পরিমাণ টেনে পড়াই হলো "ফাত্‌হা ত্ববীলাহ" তথা দীর্ঘ আ-কার। বাংলায় দীর্ঘ আ-কার (াা) এভাবে হবে। এ ধরনের ব্যবহার বাংলা ভাষাতে নেই। এর জন্য শর্ত হলো: "মাফতূহ" তথা ফাতহাযুক্ত অক্ষরের পরে মাদের আলিফ হতে হবে। "মাদের আলিফ" হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত আলিফকে বলে। অনুরূপ হামজা ওয়াসলী(ٱ) তথা যে আলিফের উপরে স্বদ অক্ষরের মাথা বসানো থাকে সেরূপও না হওয়া বরং সম্পূর্ণ খালি থাকা আলিফ। আরবি কুরআনে কোন কোন স্থানে অক্ষরের উপর ফাত্‌হার সাথে একটি ছোট আলিফ লিখা হয়। যেমন: جَنَّٰتٍ ফাত্‌হা ত্ববীলাহ দীর্ঘ আ-কার (াা)-এর ন্যায় উচ্চারিত হবে। ইহা দুই হারাকাত তথা এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

নোট:

উর্দু-ফার্সীতে কোন কোন স্থানে দীর্ঘ আকারের জন্য মাদের আফিলের পরিবর্তে খাড়া যবর ব্যবহার করা হয়। আরবিতে এ ধরনের ব্যবহার নেই।

দীর্ঘ আ-কার (ফাতহা ত্ববীলাহ) দ্বারা অনুশীলনী

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	ءَا
খ-	হাা	জাা	ছাা	তাা	বাা	আা
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
স্ব-	শাা	সাা	জাা	র-	যাা	দাা
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
ক্ব-	ফাা	গ-	‘আা	য-	ত্ব-	য-
يَا	وَا	هَا	نَا	مَا	لاَ	كَا
ইয়াা	ওয়াা	হাা	নাা	মাা	লাা	কাা

১. ইস্তি‘য়ালার এ (خ ص ض غ ط ق ظ) ৭টি হরফ ও ر-এর দীর্ঘ আকারকে গোল করে টেনে পড়ার জন্য হাইফেন (-) ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাকি হরফের জন্য (াা) আকার ব্যবহার করা হয়েছে।

২. একবার বানান করে ও দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

৩. বানান করার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা দীর্ঘ আ-কার=(আা), বা দীর্ঘ আ-কার=(বাা), তা দীর্ঘ আ-কার =(তাা)------- ।

আরবিঃ হামজা আলিফ ফাত্‌হা=(আা), বা আলিফ ফাত্‌হা=(বাা), তা আলিফ ফাত্‌হা =(তাা)----- ।

শব্দে দীর্ঘ আ-কার (ফাতহা ত্ববীলাহ)

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَاتِبٌ	কাাতিবুন্	ذَاهِبٌ	যাাহিবুন্
ٱلرَّحْمَٰنِ	আররহ্মাানি	ٱلصَّٰلِحَٰتِ	আস্স্ব–লিহাাতি

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

ঈ-কার (ফাত্হা ত্ববীলাহ)-এর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
سَلَامٌ		إِخْرَاجٌ	
مُسَافِرٌ		اِبْتِسَامٌ	
جَنَّٰتٍ		أَصْحَٰبُ	

২. ঈ-কার (ী) (ي + ـِ) (কাসরা ত্ববীলাহ)ঃ

কাস্‌রা ক্বসীরাকে একটু দীর্ঘ তথা দুই মাত্রা পরিমাণ টেনে পড়াই হলোঃ“কাসরা ত্ববীলাহ। এর জন্য শর্ত হলো “মাকসূর” তথা কাস্‌রাযুক্ত অক্ষরের পরে মাদের ইয়া হতে হবে। “মাদের ইয়া” হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ইয়াকে বলে। কাস্‌রা ক্বসীরার উচ্চারণ ঈ-কারের (ী) দুই মাত্রা টেনে পড়তে হবে। ইহা দুই হারাকাত (এক আলিফ) পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

নোটঃ

উর্দু ও ফার্সীতে মাদের ইয়াতে সুকূনযুক্ত থাকে, যা আরবি ব্যাকরণে একটি ভুল বলে বিবেচিত।

ঈ-কার (কাসরা ত্ববীলাহ্) দ্বারা অনুশীলনী

خِی	حِی	جِی	ثِی	تِی	بِی	ئِی
খী	হী	জী	ছী	তী	বী	ঈ
صِی	شِی	سِی	زِی	رِی	ذِی	دِی
স্বী	শী	সী	জী	রী	যী	দী
قِی	فِی	غِی	عِی	ظِی	طِی	ضِی
ক্বী	ফী	গী	'য়ী	যী	ত্বী	যী
یِی	وِی	هِی	نِی	مِی	لِی	کِی
ইয়ী	বী	হী	নী	মী	লী	কী

১. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা ঈ-কার=(ঈ), বা ঈ-কার=(বী), তা ঈ-কার=(তী)---- ।

আরবিঃ হামজা ইয়া কাস্‌রা=(ঈ), বা ইয়া কাসরা=(বী), তা ইয়া কাস্‌রা = (তী)---------- ।

২. দীর্ঘ ঈ-কারের মত দুই মাত্রা পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। একবার বানান করে ও দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

শব্দে ঈ-কার (কাসরা ত্ববীলাহ)

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
رَبِيعٌ	রবী‘য়ুন্	بَصِيرٌ	বাস্বীরুন্
بَخِيلٌ	বাখীলুন্	سَمِيعٌ	সামী‘য়ুন্
سَعِيدٌ	সা‘য়ীদুন্	كَرِيمٌ	কারীমুন্
دَاعِي	দাা‘য়ী	قَاضِي	ক্ব–যী

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

ঈ-কার (কাস্‌রা ত্ববীলাহ)-এর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
قَلِيلٌ		فِي	
كَثِيرٌ		لِي	
حَبِيبٌ		قَدِيرٌ	

৩. ঊ-কার (ৄ) (و + ُ) (যম্মা ত্ববীলাহ):

যে যম্মা লম্বা করে তথা দুই মাত্রা পরিমাণ টেনে পড়া হয় তাকে যম্মা ত্ববীলাহ বলে। এর জন্য শর্ত “মাযমূম” তথা যম্মাযুক্ত অক্ষরের পরে মাদের ওয়াও হতে হবে। “মাদের ওয়াও” হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ওয়াওকে বলে। যম্মা ত্ববীলাহ ঊ-কারের (ৄ) ন্যায় দুই মাত্রা টেনে পড়তে হবে। একে দুই হারাকাত (এক আলিফ) পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

নোটঃ

উর্দু ও ফার্সীতে মাদের ওয়ায়ে সুকূনযুক্ত থাকে, যা আরবি ব্যাকরণে একটি ভুল বলে বিবেচিত।

ঊ-কার (যম্মা ত্বীলাহ) দ্বারা অনুশীলনী

خُو	حُو	جُو	ثُو	تُو	بُو	أُو
খূ	হূ	জূ	ছূ	তূ	বূ	ঊ
صُو	شُو	سُو	زُو	رُو	ذُو	دُو
স্বূ	শূ	সূ	জূ	রূ	যূ	দূ
قُو	فُو	غُو	عُو	ظُو	طُو	ضُو
কূ	ফূ	গূ	‘য়ূ	যূ	তূ	যূ
يُو	وُو	هُو	نُو	مُو	لُو	كُو
ইয়ূ	বূ	হূ	নূ	মূ	লূ	কূ

১. ওয়াও হরফটি (ি , ী , ু ও ূ) বিশিষ্ট হলে ব ও ভ অক্ষরের মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে। ভি, ভী, ভু ও ভূ উচ্চারণ করা সঠিক না।

২. আমাদের দেশীয় কুরআনে মাদের ইয়া ও ওয়াও-এর উপরে সুকূন ব্যবহার করা হয়, যা আরবি ব্যাকরণ একটি বড় ধরণের ভুল।

৩. বানান করে পড়ার নিয়মঃ

বাংলাঃ হামজা ঊ-কার=(ঊ), বা ঊ-কার=(বূ), তা ঊ-কার=(তূ)-----।

আরবিঃ হামজা ওয়াও যম্মা=(ঊ), বা ওয়াও যম্মা=(বূ), তা ওয়াও যম্মা=(তূ)-------।

৪. একবার বানান করে ও দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

শব্দে উ-কার (যম্মা ত্বীলাহ)

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
سُوقٌ	সূকুন্	حَافِظُونَ	হাফিযূনা
كَافِرُونَ	কাফিরূনা	قُرُونٌ	কুরূনুন্

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

উ-কার (যম্মা ত্বীলাহ)-এর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يُنْصَرُونَ		يَكْتُبُونَ	
تَعْبُدُونَ		يَأْمُرُونَ	

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

হ্রস্ব (ক্বসীরাহ) ও দীর্ঘ (ত্বীলাহ) স্বরবর্ণের ব্যাকরণ অনুযায়ী উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كُتِبَ		نُصِرَ		قُتِلَ	
نُوحِيهَا		ءَاتُونِي		أُوذِينَا	

দীর্ঘ আ-কার, ঈ-কার ও উ-কার দ্বারা অনুশীলনী

تَا تِي تُو	بَا بِي بُو	ءَا ئِي ئُو
حَا حِي حُو	جَا جِي جُو	ثَا ثِي ثُو
ذَا ذِي ذُو	داَ دِي دُو	خَا خِي خُو
سَا سِي سُو	زَا زِي زُو	رَا رِي رُو
ضَا ضِي ضُو	صَا صِي صُو	شَا شِي شُو
عَا عِي عُو	ظَا ظِي ظُو	طَا طِي طُو
قَا قِي قُو	فَا فِي فُو	غَا غِي غُو
مَا مِي مُو	لاَ لِي لُو	كَا كِي كُو
وَا وِي وُو	هَا هِي هُو	نَا نِي نُو
		يَا يِي يُو

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের আয়াতটিতে ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য ৩টি হ্রস্ব স্বরবর্ণ, ৩টি দীর্ঘ স্বরবর্ণ চিহ্নিত করে নিম্নে লিখুন।

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ الفتح: ٢٩ [সূরা ফাত্‌হ: ২৯]

নাম	স্বরচিহ্ন	নাম	স্বরচিহ্ন
আ-কার (ফাত্‌হা)		ই-কার (কাস্‌রা)	
উ-কার (যম্মা)		দীর্ঘ আকার (ফাত্‌হা তবীলাহ)	
ঈ-কার (কাস্‌রা তবীলাহ)		ঊ-কার (যম্মা তবীলাহ)	

আরবি স্বরধ্বনি

<table>
<tr><th colspan="2">নাম</th><th>আরবি স্বরধ্বনি</th><th>বাংলা প্রতিস্বর</th><th>ইংরেজি প্রতিস্বর</th></tr>
<tr><td colspan="2">সুকূন
ABSENCE OF VOWEL</td><td>ْ ^
ٕ ,</td><td>হস্ চিহ্ন</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">শাদ্দাহ্ (তাশদীদ)
DOUBLED CONSONANT</td><td>ّ</td><td>দ্বিত্ব চিহ্ন</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">তানবীন NUNATION</td><td>ফাতহা তানবীন
নূন সাকিন: نْ</td><td>ً</td><td>আন্</td><td>An</td></tr>
<tr><td>কাসরা তানবীন
নূন সাকিন: نْ</td><td>ٍ</td><td>ইন্</td><td>In</td></tr>
<tr><td>যম্মা তানবীন
নূন সাকিন: نْ</td><td>ٌ</td><td>উন্</td><td>un</td></tr>
</table>

নোট:

সকূন বিভিন্ন রূপ ও আকৃতিতে হয় তা দেখানো হলো।

স্বরধ্বনি তিনটি

আরবি ভাষায় যেমন স্বরবর্ণ আছে তেমনি আছে ৩টি স্বরধ্বনি। এগুলো স্বরবর্ণের মত ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়তে সাহায্য করে।

(এক) হস্ চিহ্ন (্, ْ ^) (সকূন):

হারাকাত (স্বরবর্ণ) না থাকলে সুকূন (হস্ চিহ্ন) ব্যবহার হবে। সুকূন অর্থ স্থির হওয়া ও থেমে যাওয়া। সুকূনকে এ জন্য সুকূন বলা হয় যে, সুকূনযুক্ত অক্ষর উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে (উচ্চারণস্থলে) আওয়াজ থেমে ও স্থির হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ড় পরের অক্ষরের মাখরাজে স্থানান্ড়র না হয়, ততক্ষণ সে অবস্থায় স্থির থাকে। যে অক্ষরের উপর সুকূন হয় সে অক্ষরকে "সাকিন" সুকূনযুক্ত অক্ষর বলে। যেমন: يَكْتُبُ শব্দটির 'কাফ' অক্ষরটি সাকিন তথা সুকূনযুক্ত যা উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে আওয়াজ স্থির ও থেমে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের অক্ষর 'তা' উচ্চারণের জন্য স্থানান্তর না হবে ততক্ষণ সে স্থানেই আওয়াজ স্থির রাখতে হবে। বাংলায় এর উচ্চারণ হস্ তথা হসন্ত (্) চিহ্নের মত হবে।

নোট:

সুকূনের নিজস্ব কোন আওয়াজ নেই তাই সুকূনযুক্ত অক্ষর তথা সাকিনকে তার পূর্বের অক্ষরের হারাকাত (স্বরবর্ণ) দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে। কিছু বই পত্রে হস্ চিহ্নকে জযম বলে। ইহা একটি ভুল, কারণ জযম বলে আরবি ব্যাকরণের শব্দের শেষে সুকূন হওয়াকে যা সুকূন চিহ্ন ছাড়াও হতে পারে। আর স্বরচিহ্নটিকে বলে সুকূন যা শব্দের শেষে ও মাঝে হতে পারে।

এখানে তিন ধরণের সুকূনের চিহ্ন দেখানো হয়েছে। প্রথমটি উর্দু-ফার্সী নিয়মে ছাপা কুরআনে ব্যবহার করা হয়। আর দ্বিতীয়টি আরবি নিয়মে ছাপা কুরআনে ব্যবহার করা হয়। আর তৃতীয়টি কুরআন ছাড়া আরবি হাদীস বা দোয়া ইত্যাদিতে ব্যবহার হয়। এছাড়া আরবি কুরআনে "হরফে জায়েদ" তথা অতিরিক্ত অক্ষরের উপরে গোলবৃত্ত আকারের (۟) এ চিহ্নটি যা সুকূনের মত দেখতে বসানো থাকে। এটাকে ভুল করে সুকূন

মনে করবেন না। যেমন: قَالُوٓاْ শব্দের শেষে আলিফের উপরের গোল চিহ্নটি সুকূন নয়। আরবি সুকূন হা অক্ষরের মাথার মত (ْ) ।

হস্ চিহ্ন (ْ) (সুকূন)-এর আ-কার দ্বারা অনুশীলনী

أَخْ	أَحْ	أَجْ	أَثْ	أَتْ	أَبْ	أَءْ
আখ্	আহ্	আজ্	আছ্	আত্	আব্	আ’
أَصْ	أَشْ	أَسْ	أَزْ	أَرْ	أَذْ	أَدْ
আস্ব্	আশ্	আস্	আজ্	আর্	আয্	আদ্
أَقْ	أَفْ	أَغْ	أَعْ	أَظْ	أَطْ	أَضْ
আক্	আফ্	আগ্	আ‘	আয্	আত্	আয্
أَيْ	أَوْ	أَهْ	أَنْ	أَمْ	أَلْ	أَكْ
আয়্	আও্	আহ্	আন্	আম্	আল্	আক্

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি:

বাংলা: হামজা আ-কার হামজা হস্=(আ’), হামজা আ-কার বা হস্=(আব্), হামজা আ-কার তা হস্=(আত্)---------।

আরবি: হামজা ফাত্হা হামজা সূকূন=(আ’), হামজা ফাত্হা বা সুকূন=(আব্), হামজা ফাত্হা তা সুকূন=(আত্)---------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

হস্ চিহ্ন (ْ) (সুকূন)-এর ই-কার দ্বারা অনুশীলনী

إِخْ	إِحْ	إِجْ	إِثْ	إِتْ	إِبْ	إِءْ
ইখ্	ইহ্	ইজ্	ইছ্	ইত্	ইব্	ই’
إِصْ	إِشْ	إِسْ	إِزْ	إِرْ	إِذْ	إِدْ
ইস্ব্	ইশ্	ইস্	ইজ্	ইর্	ইয্	ইদ্
إِقْ	إِفْ	إِغْ	إِعْ	إِظْ	إِطْ	إِضْ
ইক্	ইফ্	ইগ্	ই‘	ইয্	ইত্	ইয্
إِي	إِوْ	إِهْ	إِنْ	إِمْ	إِلْ	إِكْ
ঈ	ইও্	ইহ্	ইন্	ইম্	ইল্	ইক্

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতিঃ

বাংলাঃ হামজা ই-কার হামজা হস্=(ই’), হামজা ই-কার বা হস্=(ইব্), হামজা ই-কার তা হস্=(ইত্), ---------।

আরবিঃ হামহা কাস্‌রা হামজা সুকূন=(ই’), হামজা কাস্‌রা বা সুকূন=(ইব্), হামজা কাস্‌রা তা সুকূন=(ইত্)-----------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

৩. হস্ চিহ্ন (ْ) (সুকূন)-এর উ-কার দ্বারা অনুশীলনী

أُخْ	أُحْ	أُجْ	أُثْ	أُتْ	أُبْ	أُءْ
উখ্	উহ্	উজ্	উছ্	উত্	উব্	উ’
أُصْ	أُشْ	أُسْ	أُزْ	أُرْ	أُذْ	أُدْ
উস্ব্	উশ্	উস্	উজ্	উর্	উয্	উদ্
أُقْ	أُفْ	أُغْ	أُعْ	أُظْ	أُطْ	أُضْ
উক্	উফ্	উগ্	উ‘	উয্	উত্	উয্
أُيْ	أُو	أُهْ	أُنْ	أُمْ	أُلْ	أُكْ
উয়্	ঊ	উহ্	উন্	উম্	উল্	উক্

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতিঃ

বাংলাঃ হামজা উ-কার হামজা হস্=(উ’), হামজা উ-কার বা হস্=(উব্), হামজা উ-কার তা হস্=(উত্)---------।

আরবিঃ হামহা যম্মা হামজা সুকূন=(উ’), হামজা যম্মা বা সুকূন=(উব্), হামজা যম্মা তা সুকূন=(উত্)-----------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

হস্ চিহ্ন দ্বারা আ-কার, ই-কার ও উ-কার এর অনুশীলনী

أَءْ إِءْ أُءْ	أَبْ إِبْ أُبْ	أَتْ إِتْ أُتْ
أَثْ إِثْ أُثْ	أَجْ إِجْ أُجْ	أَحْ إِحْ أُحْ
أَخْ إِخْ أُخْ	أَدْ إِدْ أُدْ	أَذْ إِذْ أُذْ
أَرْ إِرْ أُرْ	أَزْ إِزْ أُزْ	أَسْ إِسْ أُسْ
أَشْ إِشْ أُشْ	أَصْ إِصْ أُصْ	أَضْ إِضْ أُضْ
أَطْ إِطْ أُطْ	أَظْ إِظْ أُظْ	أَعْ إِعْ أُعْ
أَغْ إِغْ أُغْ	أَفْ إِفْ أُفْ	أَقْ إِقْ أُقْ
أَكْ إِكْ أُكْ	أَلْ إِلْ أُلْ	أَمْ إِمْ أُمْ
أَنْ إِنْ أُنْ	أَهْ إِهْ أُهْ	أَةْ إِةْ أُةْ
أَوْ إِوْ أُوْ	أَيْ إِيْ أُيْ	

শব্দে হস্ চিহ্ন (সুকূন)

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يَذْهَبُ	ইয়ায্হাবু	يَكْتُبُوْنَ	ইয়াক্তুবূনা
يَشْهَدُ	ইয়াশ্হাদু	يَبْلُغُ	ইয়াব্লুগু

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

হস্যুক্ত অক্ষর (সাকিনের) নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يَسْبَحُ		يَضْرِبُ	
يَظْهَرُ		يَمْكُرُ	

(দুই) দ্বিত্ব চিহ্ন (ّ) শাদ্দাহ্

অভিন্ন পাশাপাশি দু'টি অক্ষরের প্রথমটি সাকিন (সুকূনযুক্ত) ও দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক (স্বরবর্ণযুক্ত)। এ অবস্থায় প্রথম অক্ষরটিকে দ্বিতীয় অক্ষরের মধ্যে "ইদগাম" তথা প্রবেশ করানোকে তাশদীদ বলে। আর ঐ অক্ষরের উপর তিন দাঁত বিশিষ্ট এ (ّ) চিহ্নটিকে শাদ্দাহ (দ্বিত্ব চিহ্ন) বলে। অর্থাৎ-চিহ্নটির ব্যবহারকে তাশদীদ এবং চিহ্নটিকে বলে শাদ্দাহ। ইহা ইদগাম তথা একত্রে মিলানোর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন: (قَدَّمَ) শব্দটি আসলে ছিল قَدْدَمَ এখানে দাল অভিন্ন দু'টি অক্ষর, যার প্রথমটি সাকিন আর দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক (স্বরবর্ণযুক্ত)। তাই প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম তথা প্রবেশ করানো হয়েছে এবং দালের উপর শাদ্দাহ (দ্বিত্ব চিহ্ন) বসানো হয়েছে। যারফলে শব্দটি এখন قَدَّمَ হয়েছে। যে অক্ষরের উপরে শাদ্দাহ (দ্বিত্ব চিহ্ন) হয় তাকে "মুশাদ্দাদ" তাশদীদযুক্ত অক্ষর বলে। শাদ্দাহযুক্ত অক্ষর দু'বার উচ্চারিত হবে। একবার আগের অক্ষরের হারাকাত (স্বরবর্ণ) দ্বারা আর দ্বিতীয়বার তার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা।

নোট:

তাশদীদ শব্দের অর্থ কঠিন ও শক্ত করা। শাদ্দাহ ব্যবহারের ফলে একটি অক্ষরকে দু'বার উচ্চারণ কঠিন ও শক্ত হয়ে পড়ে। তাই তাকে তাশদীদ বলা হয়। আর চিহ্নটিকে শাদ্দাহ বলে যার অর্থ টান দেয়া। কারণ, কোন অক্ষরে শাদ্দাহ হলে পূর্বের হারাকাতকে টান দিয়ে নিয়ে আসে, যার ফলে মাঝের অক্ষরগুলো বাদ পড়ে যায় যা পড়তে আসে না। "নূন" ও "মীম" অক্ষর শাদ্দাহযুক্ত হলে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়। আওয়াজকে নাকের ভিতর বাজিয়ে পড়াকে গুন্নাহ বলে।

আ-কার (ফাতহা কস্বীরাহ) দ্বারা শাদ্দাহ (ـَّ)-এর অনুশীলনী

أَخَّ	أَحَّ	أَجَّ	أَثَّ	أَتَّ	أَبَّ	أَءَّ
আখ্খ-	আহ্হা	আজ্জা	আছ্ছা	আত্তা	তাব্বা	আ'আ
أَصَّ	أَشَّ	أَسَّ	أَزَّ	أَرَّ	أَذَّ	أَدَّ
আস্স্ব-	আশ্শা	আস্সা	আজ্জ্বা	আর্র-	আয্যা	আদ্দা
أَقَّ	أَفَّ	أَغَّ	أَعَّ	أَظَّ	أَطَّ	أَضَّ
আক্ক-	আফ্ফা	আগ্গ-	আ"য়া	আয্য-	আত্ত্ব-	আয্য-
أَيَّ	أَوَّ	أَهَّ	أَنَّ	أَمَّ	أَلَّ	أَكَّ
আয়্ইয়া	**আওওয়া**	আহ্হা	আন্না	আম্মা	আল্লা	আক্কা

১. বানান করার পদ্ধতিঃ

বাংলাঃ হামজা আ-কার-হামজা দ্বিত্ব চিহ্ন (আ') হামজা আ-কার (আ)=(আ'আ), হামজা আ-কার- বা দ্বিত্ব চিহ্ন (আব্), বা আ-কার (বা)=(আব্বা) -------------।

আরবিঃ হামজা ফাতহা-হামজা শাদ্দাহ (আ') হামজা ফাতহা (আ)=(আ'আ), হামজা ফাত্হা-বা শাদ্দাহ (আব্) বা ফাত্হা (বা)=(আব্বা)--------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া অনুশীলন করুন। আর প্রয়োজনে এর বেশিও করা জরুরি।

শব্দে দ্বিত্ব চিহ্ন (শাদ্দাহ)

(ক) আ-কার (ফাতহা কস্বীরাহ) দ্বারা শাদ্দার ব্যবহার

رَحَّبَ	أَمَّرَ	شَرَّفَ	إِنَّ
تَوَضَّأَ	تَقَدَّمَ	مَرَّ	صَدَّ

(খ) দীর্ঘ আ-কার (ফাতহা তবীলাহ) দ্বারা শাদ্দার ব্যবহার

وَهَّابٌ	عَلَّامٌ	قُدَّامٌ	مَشَّاءٌ
حَلَّافٌ	هَمَّازٌ	تَزَكّٰى	تَرَدّٰى

ই-কার (কাসরা কস্বীরাহ) দ্বারা শাদ্দাহ (ـِّ)-এর অনুশীলনী

إِخِّ	إِحِّ	إِجِّ	إِثِّ	إِتِّ	إِبِّ	إِءِّ
ইখ্খি	ইহ্হি	ইজ্জি	ইছ্ছি	ইত্তি	ইব্বি	ই’ই
إِصِّ	إِشِّ	إِسِّ	إِزِّ	إِرِّ	إِذِّ	إِدِّ
ইস্স্বি	ইশ্শি	ইস্সি	ইজ্জ্বি	ইর্রি	ইয্যি	ইদ্দি
إِقِّ	إِفِّ	إِغِّ	إِعِّ	إِظِّ	إِطِّ	إِضِّ
ইক্ক্বি	ইফ্ফি	ইগ্গি	ই‘’য়ি	ইয্যি	ইত্ত্বি	ইয্যি
إِيِّ	إِوِّ	إِهِّ	إِنِّ	إِمِّ	إِلِّ	إِكِّ
ইইয়ি	ইও্বি	ইহ্হি	ইন্নি	ইম্মি	ইল্লি	ইক্কি

১. বানান করার পদ্ধতিঃ

বাংলাঃ হামজা ই-কার-হামজা দ্বিত্ব চিহ্ন (ই’) হামজা ই-কার=(ই)=(ই’ই), হামজা ই-কার- বা দ্বিত্ব চিহ্ন (ইব্) বা ই-কার(বি)=(ইব্বি)-- ।

আরবিঃ হামজা কাসরা-হামজা শদ্দাহ (ই’) হামজা কাসরা (ই)=(ই’ই), হামজা কাসরা-বা শাদ্দাহ (ইব্) বা কাসরা (বি)= (ইব্বি)------- ।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া অনুশীলন করুন। আর প্রয়োজনে এর বেশিও করা জরুরি।

শব্দে দিত্ব চিহ্ন (শাদ্দাহ)

(ক) ই-কার (কাস্‌রা কস্বীরাহ) দ্বারা শাদ্দাহ

دُرِّىٌّ	قَيِّمَةٌ	كُوِّرَتْ	سُيِّرَتْ
يُؤَيِّدُ	هَيِّنٌ	مَيِّتٌ	يُدَبِّرُ

(খ) ঈ-কার (কাস্‌রা ত্বীলাহ) দ্বারা শাদ্দাহ

سِجِّيلٍ	ٱلرِّيحُ	ٱلدِّينِ	وَٱلتِّينِ
مِنِّى	عَمِّي	إِنِّي	جَدِّي

নোটঃ ফাতহার সাথে শাদ্দাহ সর্বদা অক্ষরের উপরেই লেখা হয়। আর কুরআনে কাসরার সাথে শাদ্দাহ লেখার সময় কাসরা অক্ষরের নিচে লেখা হয়। কিন্তু আরবি লেখার সময় কখনো শাদ্দাহ অক্ষরের উপরে লিখে তারই নিচে কাসরা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় কাসরাকে ভুল করে যেন ফাতহা মনে না করা হয় যেমন উপরে দেখা যাচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিচের আয়াতগুলোতে আ-কার (ফাতহা কাস্বীরাহ) ও দীর্ঘ আ-কার (ফাতহা ত্বীলাহ) সহ শাদ্দার ব্যবহারকে চিহ্নিত করুন:

﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٢ ﴾

উ-কার (যম্মা কস্বীরাহ) দ্বারা শাদ্দাহ (ـُّ)-এর অনুশীলনী

أُخُّ	أُحُّ	أُجُّ	أُثُّ	أُتُّ	أُبُّ	أُءُّ
উখ্খু	উহ্হু	উজ্জু	উছ্ছু	উত্তু	উব্বু	উ’উ
أُصُّ	أُشُّ	أُسُّ	أُزُّ	أُرُّ	أُذُّ	أُدُّ
উস্বসু	উশ্শু	উস্সু	উজ্জু	উর্রু	উয্যু	উদ্দু
أُقُّ	أُفُّ	أُغُّ	أُعُّ	أُظُّ	أُطُّ	أُضُّ
উক্কু	উফ্ফু	উগ্গু	উ‘‘য়ু	উয্যু	উত্তু	উয্যু
أُيُّ	أُوُّ	أُهُّ	أُنُّ	أُمُّ	أُلُّ	أُكُّ
উইয়ু	উওবু	উহ্হু	উন্নু	উম্মু	উল্লু	উক্কু

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা: হামজা উ-কার-হামজ দ্বিত্ব চিহ্ন=উ’, হামজা উ-কার=উ (উ’উ), হামজা উ-কার-বা দ্বিত্ব চিহ্ন=উব্ , বা উ-কার=বু (উব্বু)--------।

আরবি:হামজা যম্মা-হামজা শাদ্দাহ=উ’, হামজা যম্মা=উ (উ’উ), হামজা যম্মা-বা শাদ্দাহ=উব্ , বা যম্মা= বু (উব্বু),-----------।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া অনুশীলন করতে হবে। আর প্রয়োজনে এর বেশিও করা জরুরি।

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

উ-কার (যম্মা কস্বীরাহ) ও ঊ-কার (যম্মা তবীলাহ)-এর শাদ্দাহকে চিহ্নিত করুন:

أَصَابَنِي الضَّيْقُ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، فَأَخَذْتُ ابْنَ عَمِّي إِلَى حَدِيقَةِ جَدِّي حَيْثُ جَلَسْنَا نَتَكَلَّمُ بَيْنَ أَشْجَارِ التِّينِ وَالزِّينَةِ، وَنُرَوِّحُ عَنْ أَنْفُسِنَا بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ. حَتَّى إِذَا اعْتَدَلَتِ الرِّيحُ، وَزَالَ هَمِّي عَنِّي رَجَعْنَا إِلَى أَعْمَالِنَا.

শব্দে দ্বিত্ব চিহ্ন (শাদ্দাহ)

(ক) উ-কার (যম্মা কস্বীরাহ) দ্বারা শাদ্দাহ

يَظُنُّ	ٱلتُّرَابِ	رَبُّكَ	ٱلتُّرَاثَ
يَرُدُّ	اَلثُّرَيَا	تَحَضُّرٌ	اَلشُّعْلَةُ

(খ) ঊ-কার (যম্মা তবীলাহ) দ্বারা শাদ্দাহ

ٱلسُّوٓءُ	ٱلزُّورَ	ٱلرُّومُ	ٱلرُّوحُ
يَمُرُّونَ	يَمُنُّونَ	تَسُرُّونَ	يَصُدُّونَ

আ-কার, ই-কার ও উ-কার দ্বারা দ্বিত্ব চিহ্ন (শাদ্দাহ)-এর অনুশীলনী

أَءَّ إِءِّ أُءُّ	أَبَّ إِبِّ أُبُّ	أَتَّ إِتِّ أُتُّ
أَثَّ إِثِّ أُثُّ	أَجَّ إِجِّ أُجُّ	أَحَّ إِحِّ أُحُّ
أَخَّ إِخِّ أُخُّ	أَدَّ إِدِّ أُدُّ	أَذَّ إِذِّ أُذُّ
أَرَّ إِرِّ أُرُّ	أَزَّ إِزِّ أُزُّ	أَسَّ إِسِّ أُسُّ
أَشَّ إِشِّ أُشُّ	أَصَّ إِصِّ أُصُّ	أَضَّ إِضِّ أُضُّ
أَطَّ إِطِّ أُطُّ	أَظَّ إِظِّ أُظُّ	أَعَّ إِعِّ أُعُّ
أَغَّ إِغِّ أُغُّ	أَفَّ إِفِّ أُفُّ	أَقَّ إِقِّ أُقُّ
أَكَّ إِكِّ أُكُّ	أَلَّ إِلِّ أُلُّ	أَمَّ إِمِّ أُمُّ
أَنَّ إِنِّ أُنُّ	أَهَّ إِهِّ أُهُّ	أَةَّ إِةِّ أُةُّ
أَوَّ اِوِّ أُوُّ	أَيَّ إِيِّ أُيُّ	

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

উ-কার (যম্মা কাস্বীরা) ও ঊ-কার (যম্মা তবীলাহ)-এর শাদ্দাহকে চিহ্নিত করুন:

ٱلْعُلُومُ فِي تَقَدُّمٍ، وَٱلْبِلَادُ فِي تَحَضُّرٍ.ذَهَبْتُ إِلَى بِلَادِ ٱلنُّوبَةِ، ثُمَّ ٱلسُّودَانَ وَٱلصُّومَالَ.

এক শব্দে একাধিক শাদ্দাহ-এর ব্যবহার

ٱلطَّآمَّةُ	ٱلصَّآخَّةُ	ٱلْأُمِّيِّ	ٱلنَّبِيُّ
بَيَّنَّاهُ	بَرِّيَّةٌ	دُرِّيَّة	ذُرِّيَّةٌ

(তিন) তানবীনঃ (نْ = ـً ـٍ ـٌ)

তানবীন বলেঃ নূনসাকিন তথা সুকূনযুক্ত নূনকে। ইহা আগের অক্ষরের স্বরবর্ণের সাথে মিল রেখে ফাত্হা বা কাস্রা অথবা যম্মা দ্বারা পরিবর্তন হয়ে প্রকাশিত হয়। যে অক্ষরে তানবীন হয় তাকে "মুনাওয়ান" বলে। মনে রাখেতে হবে যে, তানবীনের যেমন আছে আওয়াজ তেমনি আছে আকৃতি ও রূপ।

(ক) তানবীনের আওয়াজঃ

বিশেষ্যের শেষে তানবীন তথা "নূনসাকিন (نْ)" সুকূনযুক্ত নূন হয়। এর আওয়াজে নূন সাকিন শুনা যায় কিন্তু লেখা হয় না। কারণ, নূন সাকিনকে বিলুপ্ত করে তার পূর্বের অক্ষরের হারাকত (স্বরবর্ণ) অনুরূপ দ্বারা পরিবর্তন করে আগের অক্ষরে দেওয়া হয়। যেমনঃ (أَبٌ) শব্দটির (ب) বা অক্ষরটি তানবীনযুক্ত। যার উচ্চারণের সময় আওয়াজ (أَبُنْ) আবুন্ হয়, যার শেষে নূনসাকিন রয়েছে। নূন সাকিনকে বিলুপ্ত ক'রে তার পরিবর্তে পূর্বের অক্ষর (بُ)-এর সদৃশ যম্মা দ্বারা পরিবর্তন করে দু'টি যম্মা বা অক্ষরের উপর যোগ করা হয়েছে। এখানে একটি যম্মা বা-এর আর অপরটি হলো বিলুপ্ত করা নূন সাকিনের পরিবর্তে যম্মা। অনুরূপ ফাতহার সময় (أَبًا)-এর আওয়াজ (أَبَنْ) আবান্ ও কাসরার সময় (أَبٍ)-এর আওয়াজ (أَبِنْ) আবিন্। তিন অবস্থাতেই নূন সাকিন রয়েছে যা আওয়াজে বুঝা যায় কিন্তু লেখা হয় না।

(খ) তানবীনের আকৃতি ও রূপঃ

বিশেষ্যের শেষে একই প্রকার আরো একটি বেশি হারাকাত। অর্থাৎ ফাতহার সঙ্গে আরো একটি ফাতহা ও কাসরার সাথে আরো একটি কাসরা এবং যম্মার সাথে আরো একটি যম্মা মিলানো। দুই ফাতহার তানবীনের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত আলিফও যোগ হবে যা ওয়াক্ফের সময়

মাদে 'ইওয়ায করে তথা দুই হারাকাত (এক আলিফ) পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

গোল (ةً) তার সাথে ফাতহা তানবীনের সময় আলিফ যোগ হবে না যেমন: مَرَّةً শব্দের (ةً)। কারণ, আলিফ হলে লম্বা তার সাথে সদৃশ্য হয়ে যাবে। অনুরূপ হামজার সাথেও আলিফ হবে না যেমন: نِسَآءً مَآءً। কিন্তু যেসব শব্দে হামজার পূর্বে আলিফ নেই এমন কিছু শব্দে কুরআনে হামজার সাথে আলিফ ব্যবহার হয়েছে। যেমন: هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا خَطَـًٔا خِطْـًٔا شَيْـًٔا।

নোট:

১. তানবীন ফাত্হা দ্বারা হলে উচ্চারণ (আন্) ও কাস্‌রা দ্বারা হলে উচ্চারণ (ইন্) এবং যম্মা দ্বারা হলে উচ্চারণ (উন্) হবে।
২. বাংলা ভাষাতে তানবীনের ব্যবহার না থাকায় আমরা আরবি নাম গ্রহণ করেছি: (ـً) ফাত্হা তানবীন, (ـٍ) কাস্‌রা তানবীন (ـٌ) ও যম্মা তানবীন।

ফাতহা তানবীন (ـً) দ্বারা অনুশীলনী

خًا	حاً	جًا	ثًا	تًا	بًا	أً
খন্	হান্	জান্	ছান্	তান্	বান্	আন্
صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا
স্বন্	শান্	সান্	জ্বান্	রন্	যান্	দান্
قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا	ضًا
ক্বন্	ফান্	গন্	‘য়ান্	যন্	ত্বন্	যন্
يًا	وًا	هًا	نًا	مًا	لاً	كًا
ইয়ান্	**ওয়ান**	হান্	নান্	মান্	লান্	কান্

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা-আরবি: হামজা ফাত্হা তানবীন=(আন্), বা আলিফ ফাত্হা তানবীন=(বান্), তা আলিফ ফাত্হা তানবীন=(তান্)---------- ।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

কাসরা তানবীন (ـٍ) দ্বারা অনুশীলনী

خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	إٍ
খিন্	হিন্	জিন্	ছিন্	তিন্	বিন্	ইন্
صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ
স্বিন্	শিন্	সিন্	জ্বিন্	রিন্	যিন্	দিন্
قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ
ক্বিন্	ফিন্	গিন্	ʼয়িন্	যিন্	ত্বিন্	যিন্
يٍ	وٍ	هٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ
য়িন্	বিন্	হিন্	নিন্	মিন্	লিন্	কিন্

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা-আরবি: হামজা কাস্‌রা তানবীন=(ইন্) ,বা কাস্‌রা তানবীন=(বিন্) তা কাস্‌রা তানবীন=(তিন)---------- ।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

যম্মা তানবীন (ـٌ) দ্বারা অনুশীলনী

خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
খুন্	হুন্	জুন্	ছুন্	তুন্	বুন্	উন্
صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ
স্বুন্	শুন্	সুন্	জুন্	রুন্	যুন্	দুন্
قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ
কুন্	ফুন্	গুন্	‘য়ুন্	যুন্	তুন্	যুন্
يٌ	وٌ	هٌ	نٌ	مٌ	لٌ	كٌ
ইয়ুন্	বুন্	হুন্	নুন্	মুন্	লুন্	কুন্

১. বানান করার পদ্ধতি:

বাংলা-আরবি:হামজা যম্মা তানবীন=(উন্) , বা যম্মা তানবীন=(বুন্)--- ।

২. একবার বানান করে এবং দ্বিতীয়বার বানান ছাড়া পড়ুন।

৩. তানবীনের আওয়াজ শুধুমাত্র “ওয়াস্ল” অর্থাৎ মিলিয়ে পড়ার সময় হবে। আর “ওয়াক্ফ” অর্থাৎ বিরতির সময় বাদ পড়ে যাবে এবং সুকূন দ্বারা “ওয়াক্ফ” করতে হবে। তবে তার আকৃতি ও রূপ বাকি থাকবে।

ফাতহা, কাসরা ও যম্মা তানবীন দ্বারা অনুশীলনী

أً إٍ أٌ	بًا بٍ بٌ	تًا تٍ تٌ
ثًا ثٍ ثٌ	جًا جٍ جٌ	حًا حٍ حٌ
خًا خٍ خٌ	دًا دٍ دٌ	ذًا ذٍ ذٌ
رًا رٍ رٌ	زًا زٍ زٌ	سًا سٍ سٌ
شًا شٍ شٌ	صًا صٍ صٌ	ضًا ضٍ ضٌ
طًا طٍ طٌ	ظًا ظٍ ظٌ	عًا عٍ عٌ
غًا غٍ غٌ	فًا فٍ فٌ	قًا قٍ قٌ
كًا كٍ كٌ	لاً لٍ لٌ	مًا مٍ مٌ
نًا نٍ نٌ	هًا هٍ هٌ	ةً ةٍ ةٌ
وًا وٍ وٌ	يًا يٍ يٌ	

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

ফাত্‌হা তানবীনের উপরে দাগ দিন

أَمْتًا	عِوَجًا	صَفْصَفًا	قَاعًا	نَسْفًا
أَلِيمًا	وَعَذَابًا	وَطَعَامًا	وَجَحِيمًا	أَنكَالًا

কাস্‌রা তানবীনের নিচে দাগ দিন

بِمَجْنُونٍ	أَمِينٍ	مُّطَاعٍ
رَّجِيمٍ	شَيْطَٰنٍ	بِضَنِينٍ

যম্মা তানবীনের উপরে দাগ দিন

سُرُرٌ	جَارِيَةٌ	عَيْنٌ
مَّوْضُوعَةٌ	وَأَكْوَابٌ	مَّرْفُوعَةٌ

প্রত্যেক প্রকার তানবীনের ২টি করে নতুন শব্দ লিখুন

ফাত্‌হা তানবীন		কাস্‌রা তানবীন		যম্মা তানবীন	

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের আয়াতটিতে ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য ৩টি স্বরধ্বনি তথা হস্ চিহ্ন, দ্বিত্ব চিহ্ন ও তিন প্রকার তানবীন সবই উল্লেখ হয়েছে, এগুলোকে চিহ্নিত করে নিম্নে লিখুন।

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ الفتح: ٢٩ [সূরা ফাত্হ: ২৯]

নাম	স্বরচিহ্ন	নাম	স্বরচিহ্ন
হস্ চিহ্ন (সুকূন)		দ্বিত্ব চিহ্ন (শাদ্দাহ)	
ফাত্হা তানবীন		কাস্রা তানবীন	
যম্মা তানবীন			

বানান করার পদ্ধতি

একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট একটি বড় শব্দকে একবারে উচ্চারণ করা প্রতিটি ভাষায় কঠিন ব্যাপার। তাই একটি শব্দকে খণ্ড খণ্ড করে তার শব্দাংশ (SYLLABLE) জেনে উচ্চারণ করলে সহজ হয়।

১. আরবিতে প্রতিটি হারাকাত তথা স্বরবর্ণ এক একটি শব্দাংশ।

২. সাকিন তথা হস্‌যুক্ত অক্ষরকে পূর্বের হারাকাত (স্বরবর্ণ) দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে।

৩. ফাতহা তানবীন ـً) হলে (আন্), কাসরা তানবীন (ـٍ) হলে (ইন্) এবং যম্মা তানবীন (ـٌ) হলে (উন্) উচ্চারণ হবে।

৪. মুশাদ্দাদ তথা শাদ্দাহযুক্ত অক্ষরকে একবার পূর্বের হারাকাত দ্বারা এবং দ্বিতীয়বার তার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা পড়তে হবে।

৫. কোন অক্ষরে শাদ্দাহ হলে পূর্বের অক্ষরের হারাকাত দ্বারা পড়ার সময় মাঝের অক্ষরগুলো পড়তে আসবে না। এর প্রতিটির উদাহরণ ও অনুশীলনী পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. ওয়াক্‌ফ (বিরতির)-এর সময় সর্বদা সুকূন তথা হস্‌চিহ্ন দ্বারা করতে হবে। হারাকাত তথা স্বরবর্ণ (ـُـ ـِـ ـَـ) ও তানবীন (ـًـ ـٍـ ـٌـ) দ্বারা ওয়াক্‌ফ করা ভুল বলে বিবেচিত হবে।

৭. প্রতিটি ফাত্‌হা (ـَ) কে (া), কাসরা (ـِ)কে (ি) এবং যম্মা (ـُ) কে (ু) একমাত্রা পরিমাণ টানতে হবে।

৮. ফাতহার সাথে মাদের আলিফ হলে যেমন: (ا + ـَ) দীর্ঘ (াা) আ-কার, কাসরার সাথে মাদের ইয়া হলে যেমন: (ي + ـِ) দীর্ঘ (ী) ঈ-কার এবং যম্মার সাথে মাদের ওয়াও হলে যেমন: (و + ـُ) দীর্ঘ (ূ) ঊ-কার দুই মাত্রা পরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

৯. গোল তা (ة) ওয়াকফ্ তথা থামার সময় (ـه) হা উচ্চারণ হবে।

বানান করার উদাহরণ

বাংলাঃ বা ই-কার-সীন হস্=বিস্, মীম ই-কার-লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=মিল্, লাম আ-কার=লা, হা ই-কার- র দ্বিত্ব চিহ্ন=হির, (বিস্ +মিল্ + লাা + হির) = বিস্মিল্লাাহির্।
র আ-কার- হা হস=রহ্ , মীম দীঘ আ-কার= মাা, নূন ই-কার- র দ্বিত্ব চিহ্ন=নির্ , (রহ্ + মাা + নির)= রহ্মাানির্।
র আ-কার=র, হা ঈ-কার=হী, মীম ই-কার= মি, (র+হী+মি)= রহীম্।
(বিস্মিল্লাাহির্+রহ্মাানির্+রহীম্)=বিস্মিল্লাাহির্ রহ্মাানির্ রহীম।

আরবিঃ বা কাসরা-সীন সুকূন=(বিস্), মীম কাসরা-লাম শাদ্দাহ=(মিল), লাম ফাতহা=(লা), হা কাসরা-র শাদ্দাহ=(হির), র ফাত্হা- হা সুকূন=(রহ্) মীম আলিফ ফাত্হা=(মাা), নূন কাসরা-র শাদ্দাহ=(নির্), র ফাত্হা=(র), হা ইয়া কাসরা=(হী), মীম কাসরা=(মি)
(বিস্+মিল্+লা+হির্+রহ্+মাা+নির্+র+হীম)=
বিস্মিল্লাাহির্ রহ্মাানির্ রহীম।
নোটঃ আল- াাহ শব্দটির লামকে সর্বদা দীর্ঘ আ-কার করে পড়তে হবে। কারণ লামের পর একটি আলিফ ঊহ্য রয়েছে।

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾﴾

- ◈ ওয়াও আ-কার- ইয়া হস্=ওয়াই, লাম যম্মা তানবীন-লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=লুল্ , লাম ই-কার=লি, কাফ উ-কার- লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=কুল্ , লাম ই-কার= লি, (ওয়াই+লুল্+লি+কুল্+লি)=ওয়াইলুল্লিকুল্লি।
- ◈ হা উ-কার=হু, মীম আ-কার=মা, জাই আ-কার=জা, তা কাসরা তানবীন-লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=তিল্ , লাম উ-কার= লু , মীম আ-কার= মা, জাই আ-কার= জা, তা কাসরা তানবীন=তিন্, (হু+মা+জা+ তিল্+লু+মা+জা+তিন্)=হুমাজাতিল্লুমাজাহ্।
- ◈ (ওয়াইলুল্লিকুল্লি + হুমাজাতিল্লুমাজাহ্)

﴿ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ۝٢ ﴾

◈ হামজা আ-কার-লাম দ্বিত্ব চিহ্ন=আল্, লাম আ-কার= লা, যাল ঈ-কার= যী, (আল্+লা+যী)= আল্লাযী

◈ জীম আ-কার= জা, মীম আ-কার= মা, 'আইন আ-কার= 'য়া, (জা+মা+'য়া)= জামা'য়া।

◈ মীম দীঘ আ-কার= মাা, লাম ফাতহা তানবীন= লান্, (মাা + লান্) = মাালান্।

◈ ওয়াও আ-কার= ওয়া, 'আইন আ-কার-দাল দ্বিত্ব চিহ্ন= 'য়াদ্, দাল আ-কার= দা, দাল আ-কার=দা, হা উ-কার=হু , (ওয়া+'য়াদ্ + দা + দা + হু) = ওয়া'য়াদ্দাদাহু।

◈ (আল্লাযী + জামা'য়া + মাালান্ + ওয়া'য়াদ্দাদাহ্)

নোট: গোল তা ওয়াকফ্ তথা বিরতির সময় হা হয়ে যাবে।

﴿ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۝٦ ﴾

◈ নূন দীর্ঘ আ-কার= নাা, র উ-কার- লাম দ্বিত্ব চিহ্ন= র্‌ল্ , লাম আ-কার= লা, হা ই-কার- লাম হস= হিল্ , মীম ঊ-কার= মূ , ক্ব-ফ আ-কার= ক্ব, দাল আ-কার= দা, তা উ-কার= তু। (নাা + র্‌ল্ + লাা + হিল্ + মূ + ক্বদাহ্)= নাার্‌ল্লাাহিল্ মূক্বদাহ্।

নোট:

অনুশীলনের নিয়ম হলো: প্রথমে ১০বার ব্যঞ্জনবর্ণ, এরপর স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি ১০বার চিহ্নিত করতে। অত:পর ১০বার বানান করতে হবে। এরপর ১০বার মিলিয়ে পড়তে হবে।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সাধারণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং স্বরধ্বনির সবগুলোর ব্যবহার এসেছে। অনুরূপ সমস্ত কুরআনে অনুসরণ ক'রে বেশি বেশি বানান করলে নতুন পদ্ধতিতে বানান শেখা আল্লাহ চাহে সহজ হয়ে যাবে।

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

সূরা ফাতিহার প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি লক্ষ্য করুন। আর শব্দাংশ জেনে বানান করে বাংলায় সুস্পষ্ট অক্ষরে সঠিক উচ্চারণ লেখুন।

﴿بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾ الفاتحة: ١ - ٧

উচ্চারণ:

শব্দে আরবি অক্ষরের ব্যবহার

আরবি অক্ষরের সাধারণত চারটি অবস্থা শব্দে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাফতূহ (আ-কার যুক্ত) মাকসূর (ই-কার যুক্ত) মাযমূম (উ-কার যুক্ত) ও সাকিন (হস্ যুক্ত)। নিম্নে প্রতিটি অক্ষরকে চারটি অবস্থায় আরবি শব্দে ব্যবহার করে দেখানো হলো। প্রতিটি শব্দকে শেষে হস্ দ্বারা ওয়াক্‌ফ করে মুখস্ড় করতে হবে। যেমন: ‘আরনাবুন্’কে আরনাব্ , ‘ইবরীকুন্’কে ইবরীক্ ও ‘উযুনুন’ কে উযুনুন্ এভাবে-----------।

অবস্থা	হরফ	শব্দ	উচ্চারণ
মাফতূহ	أَ	أَرْنَبٌ	আরনাবুন্
মাকসূর	إِ	إِبْرِيقٌ	ইব্‌রীকুন্
মাযমূম	أُ	أُذُنٌ	উযুনুন্
সাকিন	أْ	يَأْتِي	ইয়া’তী
মাফতূহ	بَ	بَابٌ	বাাবুন্
মাকসূর	بِ	بِنْتٌ	বিন্‌তুন্
মাযমূম	بُ	بُرْتُقَالٌ	বুর্‌তুক্ব-লুন্
সাকিন	بْ	يَبْدَأُ	ইয়াব্‌দাউ
মাফতূহ	تَ	تَابَ	তাবা
মাকসূর	تِ	قُتِلَ	কুতিলা
মাযমূম	تُ	مُتُونٌ	মুতূনুন্

সাকিন	تْ	أَتْبَاعٌ	আত্‌বাা‘উন্‌
মাফতূহ	ثَ	ثَعْلَبٌ	ছা‘লাবুন্‌
মাকসূর	ثِ	ثِيرَانٌ	ছীর-নুন্‌
মাযমূম	ثُ	ثُعْبَانٌ	ছু‘বানুন্‌
সাকিন	ثْ	عُثْمَانُ	‘উছমাানু
মাফতূহ	جَ	جَمَلٌ	জামালুন্‌
মাকসূর	جِ	جِمَالٌ	জিমাালুন্‌
মাযমূম	جُ	جُنُوبٌ	জুনূবুন্‌
সাকিন	جْ	مُجْرِمٌ	মুজ্‌রিমুন্‌
মাফতূহ	حَ	حَدِيقَةٌ	হাদীক্বতুন্‌
মাকসূর	حِ	حِصَانٌ	হিস্ব–নুন
মাযমূম	حُ	حُبُوبٌ	হুবূবুন্‌
সাকিন	حْ	أَحْبَابٌ	আহ্‌বাাবুন্‌
মাফতূহ	خَ	خَطِيرٌ	খত্বীরুন্‌
মাকসূর	خِ	خِيَارٌ	খিয়াারুন্‌
মাযমূম	خُ	خُبْزٌ	খুব্‌জুন্‌

সাকিন	خْ	اَخْتِبَارٌ	ইখ্তিবাারুন্
মাফতূহ	دَ	دَجَاجٌ	দাজাাজুন্
মাকসূর	دِ	دِمَاغٌ	দিমাাগুন্
মাযমূম	دُ	دُبٌّ	দুব্বুন্
সাকিন	دْ	بَدْرٌ	বাদ্রুন্
মাফতূহ	ذَ	ذَيْلٌ	যাইলুন্
মাকসূর	ذِ	ذِرَاعٌ	যিরাা‘উন্
মাযমূম	ذُ	ذُبَابٌ	যুবাাবুন্
সাকিন	ذْ	اَذْهَبْ	ইয্হাব্
মাফতূহ	رَ	رَأْسٌ	রা’সুন্
মাকসূর	رِ	رِيَالٌ	রিয়াালুন্
মাযমূম	رُ	رُمَّانٌ	রুম্মাানুন্
সাকিন	رْ	تَرْتِيبٌ	তারতীবুন্
মাফতূহ	زَ	زَرَافَةٌ	জার-ফাতুন্
মাকসূর	زِ	زِلْزَالٌ	জিলজাালুন্
মাযমূম	زُ	زُهُورٌ	জুহূরুন্

সাকিন	زْ	أَزْهَارٌ	আজহাারুন্
মাফতূহ	سَ	سَبُّورَةٌ	সাব্বূরতুন্
মাকসূর	سِ	سِبَاقٌ	সিবাাকুন্
মাযমূম	سُ	سُنَنٌ	সুনানুন্
সাকিন	سْ	مُسْلِمٌ	মুসলিমুন্
মাফতূহ	شَ	شَمْسٌ	সাম্শুন্
মাকসূর	شِ	شِرَاعٌ	শিরাা'উন্
মাযমূম	شُ	شُرْطِيٌّ	শুর্ত্বিয়্যুন্
সাকিন	شْ	بُشْرَىٰ	বুশ্রাা
মাফতূহ	صَ	صَبْرٌ	স্বব্রুন্
মাকসূর	صِ	صِينٌ	স্বীনুন্
মাযমূম	صُ	صُنْدُوقٌ	স্বুন্দূকুন্
সাকিন	صْ	ٱصْبِرْ	ইস্বিবির্
মাফতূহ	ضَ	ضَبٌّ	যব্বুন্
মাকসূর	ضِ	ضِرَاسٌ	যির-সুন্
মাযমূম	ضُ	ضُبَّاطٌ	যুব্বাাতুন্

সাকিন	ضْ	أَضْمَرْ	আয্মার্
মাফতূহ	طَ	طَبِيبٌ	ত্বাবীবুন্
মাকসূর	طِ	طِفْلٌ	ত্বিফ্লুন্
মাযমূম	طُ	طُيُورٌ	তুয়ূরুন্
সাকিন	طْ	عِطْرٌ	‘ইত্রুন্
মাফতূহ	ظَ	ظَرْفٌ	যর্ফুন্
মাকসূর	ظِ	ظِفْرٌ	যিফ্রুন্
মাযমূম	ظُ	ظُرُوفٌ	যুরূফুন্
সাকিন	ظْ	مَظْهَرٌ	মায্হারুন্
মাফতূহ	عَ	عَلَمٌ	‘আলামুন্
মাকসূর	عِ	عِنَبٌ	‘ইনাবুন্
মাযমূম	عُ	عُصْفُورٌ	‘উস্ফূরুন্
সাকিন	عْ	أَعْمَالٌ	আ‘মালুন্
মাফতূহ	غَ	غَزَالٌ	গজালুন্
মাকসূর	غِ	غِرْبَالٌ	গির্বালুন্
মাযমূম	غُ	غُصْنٌ	গুস্নুন্

সাকিন	غْ	طُغْيَانٌ	তুগ্য়্যানুন্
মাফতূহ	فَ	فَرَاشٌ	ফার-শুন্
মাকসূর	فِ	غَافِلٌ	গ-ফিলুন্
মাযমূম	فُ	صُفُوفٌ	সুফূফুন্
সাকিন	فْ	غُفْرَانٌ	গুফ্র-নুন্
মাফতূহ	قَ	قَلَمٌ	ক্বলামুন্
মাকসূর	قِ	قِرْدٌ	ক্বির্দুন্
মাযমূম	قُ	قُفْلٌ	কুফ্লুন্
সাকিন	قْ	وَقْتٌ	ওয়াক্তুন্
মাফতূহ	كَ	كَرِيمٌ	কারীমুন্
মাকসূর	كِ	كِرَامٌ	কির-মুন্
মাযমূম	كُ	كُسُوفٌ	কুসূফুন্
সাকিন	كْ	أَكْمِلْ	আক্মিল্
মাফতূহ	لَ	لَيْمُونٌ	লাইমূনুন্
মাকসূর	لِ	لِسَانٌ	লিসানুন্
মাযমূম	لُ	لُعْبَةٌ	লু‘বাতুন্

সাকিন	لْ	كَلْبٌ	কাল্‌বুন্‌
মাফতূহ	مَ	مَوْزٌ	মাওজুন্‌
মাকসূর	مِ	مِحْرَابٌ	মিহ্‌র-বুন্‌
মাযমূম	مُ	مُبَلِّغٌ	মুবাল্লিগুন্‌
সাকিন	مْ	أَمْوَالٌ	আম্‌ওয়ালুন্‌
মাফতূহ	نَ	نَخْلَةٌ	নাখ্‌লাতুন্‌
মাকসূর	نِ	نِمرٌ	নিম্‌রুন্‌
মাযমূম	نُ	نُجُومٌ	নুজূমুন্‌
সাকিন	نْ	أَحْسَنْتَ	আহ্‌সান্‌তা
মাফতূহ	هَ	هَاتِفٌ	হাাতিফুন্‌
মাকসূর	هِ	هِلَالٌ	হিলাালুন্‌
মাযমূম	هُ	هُدْهُدٌ	হুদ্‌হুদুন্‌
সাকিন	هْ	أَهْلٌ	আহ্‌লুন্‌
মাফতূহ	وَ	وَرْدَةٌ	ওয়ার্‌দাতুন্‌
মাকসূর	وِ	وِسَادَةٌ	বিসাাদাতুন্‌
মাযমূম	وُ	وُجُوهٌ	উজূহুন্‌

সাকিন	وْ	أَوْفَىٰ	আওফাা
মাফতূহ	يَ	يَدٌ	ইয়াদুন্
মাকসূর	يِ	يَنَايِرُ	ইয়ানাায়িরু
মাযমূম	يُ	يُصَلِّي	ইউস্বল্লী
সাকিন	يْ	خَيْرٌ	খইরুন্

নোট:

- শাদ্দাহ দ্বারা শব্দের ব্যবহার কম। তাই এর ব্যবহার দেখানো হলো না।
- আরবি শব্দের প্রথমে সুকূন দ্বারা পড়া যায় না এবং ওয়াক্ফ তথা বিরতি স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি দ্বারা করা যাবে না বরং সর্বদা সুকূন দ্বারা করতে হবে।
- শেষের অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে সুকূন থাকলে ওয়াক্ফ করার ফলে পাশাপাশি দু'টি সুকূন একত্রিত হয়। আর একই সাথে দু'টি সুকূন উচ্চারণ করা কঠিন। তাই বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে চেষ্টা করুন।

একই ধরনের দু'টি অক্ষরের সমস্যার সমাধান

অনেক সময় উচ্চারণে একটি অক্ষর অন্য অক্ষরের সাথে মিলে যায়। কারণ দু'টি অক্ষরের মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) একই বা পাশাপাশি। যেমন: কখনো ع 'আইন অক্ষরটি ء হামজা ও ح হা অক্ষরটি هـ হা------ হয়ে যায়। তাই এ পাঠে যে সকল অক্ষরের সাধারণত সমস্যা হয়ে থাকে সেগুলোর বাস্তব কিছু তুলনামূলক অনুশীলনী পেশ করা হল। সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য বারবার অনুশীলন করতে হবে। উদাহরণ ও অনুশীলনগুলো ডান দিক থেকে পড়তে হবে।

প্রথমে ভুল করেও মাখরাজ পড়বেন না। বরং তালকীন তথা শুনে শুনে উচ্চারণ করার চেষ্টা এবং বাংলা অথবা আরবি বানান পদ্ধতির যে কোন একটি দ্বারা পড়া বা পড়ানোর অভ্যাস করুন।

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দেওয়া হলো। বারবার বানান করে অনুশীলন করার চেষ্টা করুন **। এর দ্বারা একই ধরণের অক্ষরের মাঝের উচ্চারণের সমস্যা** আল্লাহ **চাহে দূর হয়ে যাবে।**

أ – ع

উদাহরণ

ক	عَنْ	أَنْ
খ	شَاعَ	شَاءَ
গ	سَعَلَ	سَأَلَ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	أَمَلَ عَمَلَ	أَلَقَ عَلَقَ	أَرَقَ عَرَقَ
খ	مُتَأَلِّمٌ مُتَعَلِّمٌ	رَأٰى رَعٰى	بَرَاءَةٌ بَرَاعَةٌ
গ	قَرَأَ قَرَعَ	بَرَأَ بَرَعَ	اَبْتَدَأَ اَبْتَدَعَ

ث – س

উদাহরণ

ক	سَابَ	ثَابَ
খ	سَمِينٌ	ثَمِينٌ
গ	تَكْسِيرٌ	تَكْثِيرٌ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	سَرَىٰ	ثَرَىٰ
	سَلَاسَةٌ	ثَلَاثَةٌ
খ	نَسْرٌ	نَثْرٌ
	أَسَاسٌ	أَثَاثٌ
গ	لَبِسَ	لَبِثَ
	حَارِسٌ	حَارِثٌ

ح – ه

উদাহরণ

ক	هَامِدٌ	حَامِدٌ
খ	نَهَرَ	نَحَرَ
গ	أَشْبَاهٌ	أَشْبَاحٌ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	هَرَسَ	حَرَسَ
	هَرَمٌ	حَرَمٌ
খ	أَهَلَّ	أَحَلَّ
	سَاهِرٌ	سَاحِرٌ
গ	بَلَهَ	بَلَحَ
	تَاهَ	تَاحَ

ز – ظ

উদাহরণ

ক	ظَلَّ	زَلَّ
খ	مَظَاهِرُ	مَزَاهِرُ
গ	حَافِظٌ	حَافِزٌ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	ظَهْرٌ	زَهْرٌ
	عَظِيمَةٌ	عَزِيمَةٌ
খ	حَظَّ	حَزَّ
	ظَنَّ	زَنَّ

ط – ت

উদাহরণ

ক	تَابَ	طَابَ
খ	سَتَرَ	سَطَرَ
গ	رَبَتَ	رَبَطَ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	طِينٌ تِينٌ	طَابِعٌ تَابِعٌ	طَامِرٌ تَامِرٌ
খ	فَاطِنٌ فَاتِنٌ	قَطَمٌ قَتَمٌ	تَقْطِيرٌ تَقْتِيرٌ
গ	أَمَاطَ أَمَاتَ	شَطَّ شَتَّ	حَطَّ حَتَّ

ص – س

উদাহরণ

ক	سَبَّ	صَبَّ
খ	فَسَدَ	فَصَدَ
গ	مَسَّ	مَصَّ
ঘ	قَسَّ	قَصَّ
ঙ	سَيْفٌ	صَيْفٌ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	صُورَةٌ سُورَةٌ	صَفَحَ سَفَحَ	صَعِيدٌ سَعِيدٌ
খ	عَصِيرٌ عَسِيرٌ	بَصْمَةٌ بَسْمَةٌ	يُصَارِعُ يُسَارِعُ
গ	حَرَصَ حَرَسَ	فَرَائِصُ فَرَائِسُ	تَصْرِيحٌ تَسْرِيحٌ

س – ش

উদাহরণ

ক	شَبَّ	سَبَّ
খ	يَشْرِي	يَسْرِي
গ	ٱفْتَرَشَ	ٱفْتَرَسَ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	سَطَرَ شَطَرَ	سَالَ شَالَ	سَدِيْدٌ شَدِيدٌ
খ	مَحْسُورٌ مَحْشُورٌ	نُسُورٌ نُشُورٌ	أَسْرَارٌ أَشْرَارٌ
গ	عَرَّسَ عَرَّشَ	رَمْسٌ رَمْشٌ	إِسْرَافٌ إِشْرَافٌ

ق – ك

উদাহরণ

ক	كَفَلَ	قَفَلَ
খ	رَكَدَ	رَقَدَ
গ	سَلَكَ	سَلَقَ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	قَبَسَ كَبَسَ	قُلْ كُلْ
খ	نَقَبَ نَكَبَ	مَنْقُوبٌ مَنْكُوبٌ
গ	شَقَّ شَكَّ	رَقِيقٌ رَكِيكٌ

خ – غ

উদাহরণ

ক	غَابَ	خَابَ
খ	أَغْبَرَ	أَخْبَرَ
গ	أَفْرَغَ	أَفْرَخَ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	غَيَّرَ خَيَّرَ	خَمْسَةٌ غَمْسَةٌ	خَلِيلٌ غَلِيلٌ
খ	يَغِيبُ يَخِيبُ	أَخْرَقَ أَغْرَقَ	أَخْفَىٰ أَغْفَىٰ
গ	سَاخَ سَاغَ	تَفْرِيخٌ تَفْرِيغٌ	سَبَخَ سَبَقَ

ج – ش

উদাহরণ

ক	شَرَحَ	جَرَحَ
খ	يَشْرِي	يَجْرِي
গ	رَشَّ	رَجَّ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	جِمَالٌ شِمَالٌ	جُمُوعٌ شُمُوعٌ
খ	يُجَاهِدُ يُشَاهِدُ	مَجْهُودٌ مَشْهُودٌ
গ	نَهَجَ نَهَشَ	عَرَّجَ عَرَّشَ

د – ض

উদাহরণ

ক	ضَرْبٌ	دَرْبٌ
খ	نَاضِرٌ	نَادِرٌ
গ	عَضَّ	عَدَّ

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিম্নের শব্দসমূহের বানান করে বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	دَلَّ ضَلَّ	دَلاَلٌ ضَلاَلٌ
খ	رَدَعَ رَضَعَ	نَدَبَ نَضَبَ
গ	قُرُودٌ قُرُوضٌ	فَرْدٌ فَرْضٌ

যা জানা জরুরি

হামজা ওয়াস্‌লী ও হামজা ক্বত্ব‘য়ী

(ক) হামজা ওয়াসলীঃ

ওয়াসলী অর্থ মিলানো। যে হামজা দ্বারা পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাকে হামজা ওয়াসলী বলে। এ হামজা শব্দের শরুতে হয় এবং শুধুমাত্র বাক্যের প্রথমে হলে পড়তে আসে। আর মাঝখানে হলে মিলিয়ে পড়ার সময় বাদ পড়ে যায়। যেমনঃ

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ ﴿ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ﴾

“আল-হামদু”-এর হামজা ওয়াসলী পড়তে এসেছে। কারণ, বাক্যের প্রথমে রয়েছে। কিন্তু “ওয়াস্‌তা‘য়ীনূ”, বিস্‌স্বররি” ও “ওয়াসস্বলাাহ”-এর হামজাসমূহ মিলিয়ে পড়ার ফলে পড়তে আসেনি, কারণ শব্দের মাঝখানে রয়েছে।

➢ হামজা ওয়াসলী পড়ার নিয়মঃ

হামজা ওয়াসলী শব্দের শরুতে হলে এবং সেখান থেকে পড়া আরম্ভ করলে পড়তে আসবে। এ অবস্থায় তার পড়ার নিয়ম তিনটি:

১. **ফাতাহ (َـ) তথা আ-কার দ্বারাঃ** যদি শব্দের প্রথমে লাম অক্ষরের সাথে হয়, তবে হামজা ওয়াসলী ফাতহা দ্বারা পড়তে হবে। যেমনঃ

উদাহরণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
ٱلرَّحِيمِ	আর্‌রহীম্	ٱلْعَٰلَمِينَ	আল্‌‘আলামীন্
ٱلرَّحْمَٰنِ	আর্‌রহমাান্	ٱلْحَمْدُ	আল্‌হাম্‌দ্

২. **যম্মা (ـُـ) তথা উ-কার দ্বারা:** যদি হামজা ওয়াসলীর হামজাসহ হিসাব করে শব্দের তৃতীয় অক্ষর আসলী যম্মাযুক্ত হয়, তাহলে হামজাকে যম্মা দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
اُشْدُدْ	উশদুদ	اُقْتُلُوْا	উক্তুলূ	اُسْلُكْ	উসলুক্
اُعْبُدُوْا	উ'বুদূ	اُمْكُثُوْا	উমকুছূ	اُسْجُدُوْا	উসজুদূ

৩. **কাসরা (ـِـ) ই-কার দ্বারা:** যদি হামজা ওয়াসলীসহ শব্দের তৃতীয় হরফ মাফতূহ (ফাতহাযুক্ত) বা মাকসূর (কাসরাযুক্ত) কিংবা যম্মা আসলী না হয়, তাহলে হামজাকে কাসরা দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

৩য় হরফ ফাতহা	উচ্চারণ	৩য় হরফ কাসরা	উচ্চারণ
اِفْتَحْ	ইফতাহ্	اِغْفِرْ	ইগ্ফির্
اِعْلَمُوْا	ই'লামূ	اِضْرِبْ	ইয্রিব
اِتَّخَذُوْا	ইত্তাখযূ	اِهْدِنَا	ইহ্দিনাা
اِذْهَبْ	ইয্হাব্	اِصْبِرْ	ইস্বিবর্

তৃতীয় অক্ষর আসলী যম্মা না হলে কাসরা দ্বারাই পড়তে হবে। যেমনঃ

৩য় অক্ষর আসলী যম্মা না	আসল রূপ	৩য় অক্ষর আসলী যম্মা না	আসল রূপ
ٱمْشُواْ	ٱمْشَيُواْ	ٱبْنُواْ	ٱبْنَيُواْ
ٱئْتُواْ	ٱئْتَيُوا	ٱتَّقُواْ	ٱتَّقَيُواْ
ٱقْضُوٓاْ	ٱقْضَيُواْ	وَٱمْضُواْ	ٱمْضَيُواْ

হামজা ওয়াসলীর রূপ ও আকৃতিঃ

হামজা (ء) ছাড়াই শুধু আলিফ লেখা হবে এবং তার উপর وصل ওয়াস্‌ল শব্দের মাঝের অক্ষর صـ -এর মাথাটুকু যোগ করা হবে, যাতে করে বুঝা যায় যে ইহা হামজা ওয়াসলী। যেমনঃ (ٱ) একে ভুল করে যেন যম্মা মনে না করা হয়।

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

খেয়াল করুন! এখানে “আল-হামদু ও আল-‘আলামীন”-এর হামজা ওয়াসলীর উপরে হামজা না লিখে ছোট করে স্বদের صـ -এর মাথাটুকু যোগ করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় ছাপা কুরআনে এ ধরনের ব্যবহার নেই। একে ভুল করে যম্মা তথা উ-কার পড়বেন না।

(খ) হামজা ক্বত্ব‘য়ীঃ

১. কাত্ব‘যী অর্থ কেটে দেয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। এ হামজা পূর্বের সাথে মিলিয়ে পড়াকে কেটে ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই একে হামজা কাত্ব‘য়ী বলা হয়। এ হামজা শব্দের শরুতে আসে এবং বাক্যের শুরু ও মাঝখানে উভয় অবস্থাতে পড়তে হয়। যেমনঃ

إِيَّاكَ أَنْعَمْتَ إِلَّا وَأَصْلَحُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ وَأَنَا

২. হামজা ক্বত্ব'য়ী মাফতূহ, মাযমূম ও সাকিল হলে আলিফের উপরে হামজা (ء) লিখা থাকবে। আমাদের দেশীয় কুরআনে এর ব্যবহার করা হয় না। যেমন:

أُذُنٌ أُمِّهَا أُجُورَكُمْ وَأُدْخِلَ أَلِيمٌ أَمْ أَن يَأْذَنَ يَأْتِيَ

৩. হামজা ক্বত্ব'য়ী মাকসূর (কাসরাযুক্ত) হলে আলিফের নিচে হামজা (ء) লিখা থাকবে। যেমন:

إِنسَٰنٍ إِنَّمَا إِثْمَ إِنَّ

নূন কুত্বনী পড়ার নিয়ম

যদি তানবীনের পরে হামজা ওয়াসলী আসে এবং হামজা ওয়াসলীর পরের অক্ষর সাকিন (সুকূনযুক্ত) হয়, তাহলে তানবীনের নূন সাকিনকে কাসরা দ্বারা পড়তে হবে, কারণ হামজা ওয়াসলী মাঝখানে পড়তে আসে না, যার ফলে দু'টি সাকিন এবং তার মাঝে হামজা ওয়াসলী একত্রে আসে যা পড়া অসম্ভব। যেমন : (نُوحٌ ابْنَهُ) এখানে (نُوحٌ) শব্দটি আসলে যম্মা তানবীন তথা নূন সাকিনসহ (نُوحُنْ) এমন ছিল। এখানে (نْ) নূন সাকিন এবং তার পরের অক্ষর (بْ) 'বা' ও সাকিন ও মাঝে হামজা ওয়াসলী, যা পড়া অসম্ভব। তাই তানবীনের নূন সাকিনকে সর্ব অবস্থায় একটি কাসরা দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে। আমাদের দেশের ছাপা কুরআন মাজীদে ছোট্ট করে একটি কাসরাযুক্ত (نِ) নূন লিখা থাকে। এর ব্যবহার আরবি কুরআনে দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্যাকরণ হিসাবে পড়তে হবে। 'কুতুন' আরবি শব্দ যার অর্থ তুলা যা দ্বারা সুতা তৈরী হয় এবং সুতা দ্বারা দুইটি অংশকে সেলাই করে মিলানো হয়। এ নূনটি দুইটি শব্দকে মিলাই বলে নূন কুতনী বলা হয়।

উদাহরণ

যম্মা দ্বারা তানবীন	ফাতহা দ্বারা তানবীন	কাসরা দ্বারা তানবীন
وَنَادٰى نُوْحٌ ابْنَهٗ	سَوَآءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ

নোট:

নূন কুত্বনী দ্বারা পড়া আরম্ভ করা যাবে না বরং আরম্ভ করতে চাইলে তানবীনের উপর ওয়াক্‌ফ করে হামজা ওয়াসলী দ্বারা শুরু করতে হবে।

যা শিখলেন তা পরীক্ষা করুন

নিচের বাক্যগুলোতে নূন কুত্বনী ব্যবহার করুন:

যম্মা দ্বারা তানবীন	**ফাতহা দ্বারা তানবীন**	**কাসরা দ্বারা তানবীন**
عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ	عَادًا ٱلْأُولَىٰ	كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ
خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۖ	جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ	يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ
فِتْنَةٌ ٱنقَلَبَ	مَثَلًا ٱلْقَوْمُ	قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ

➢ যে সকল অক্ষর লিখতে আসে কিন্তু পড়তে আসে না অথবা পড়তে আসে কিন্তু লিখকে আসে নাঃ

(ক) যে সকল অক্ষর লিখতে আসে কিন্তু পড়তে আসে নাঃ

যেমন আলিফে জায়িদা তথা অতিরিক্ত আলিফ। এ ধরণের অতিরিক্ত অক্ষরের উপরে একটি গোল আকৃতির চিহ্ন (٥) থাকে। যেমনটি নিচের উদাহরণে দেওয়া হয়েছে।

১. বহুবচন শব্দের (و) ওয়াও-এর পরের আলিফ। যেমনঃ

قَالُوٓاْ قُولُوٓاْ

২. مِاْئَةَ শব্দের আলিফ।

৩. أَنَاْ শব্দের আলিফ। কিন্তু ওয়াক্‌ফের সময় পড়তে হবে।

৪. أُوْلَٰٓئِكَ أُوْلِي أُوْلُواْ أُوْلَٰتِ এ শব্দগুলোর (و) ওয়াও।

(খ) যা পড়তে আসে কিন্তু লিখতে আসে নাঃ

আল- াাহ (اَللّٰهُ) শব্দের আলিফ। অর্থাৎ লামে দ্বিত্ব চিহ্ন আ-কার আছে কিন্তু পড়তে হবে দীর্ঘ আ-কার (াা)। আমাদের দেশের কুরআনগুলোতে খাড়া জবর লেখা থাকে। এ ধরনের ব্যবহার আরবি কুরআনে হয় না।

মাদ স্বেলাহ্ পড়ার নিয়ম

- আরবি ভাষায় তৃতীয় পুরুষ একবচন সর্বনামের জন্য (ـه) -এর ব্যবহার করা হয়। যদি এ (ـه) -এর আগে ও পরের অক্ষর হারাকাতযুক্ত হয়, তাহলে মাদ দুই হারাকত যা এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। একে ছোট স্বেলাহ বলে। আরবি কুরআনে এ অবস্থায় (ـه) মাযমূম-যম্মাযুক্ত হলে তার পরে একটি ছোট ওয়াও এবং মাকসূর-কাসরাযুক্ত হলে একটি ছোট ইয়া লেখা থাকে। [আমাদের দেশের ছাপা কুরআনে যম্মা হলে উল্টা পেশ ও কাসরা হলে খাড়া যের ব্যবহার করা হয়।] যেমন:

﴿ بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ۝١٥ ﴾ الانشقاق:١٥

- আর যদি (ـه)-এর পরে হামজাহ আসে, তাহলে ৪ বা ৫ হারাকাত টেনে পড়তে হবে। একে বড় স্বেলাহ বলে। আরবি কুরআনে এ অবস্থায় ঐ ছোট ওয়াও এবং ইয়ার উপর মাদের এ (˜) চিহ্নটি লিখা থাকবে। যেমন:

﴿ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۝٢٧٥ ﴾ البقرة: ٢٧٥ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ ۝٢١ ﴾ الرعد: ٢١

- কিন্তু এর বিপরীত হচ্ছে: সূরা জুমারে ﴿ يَرْضَهُ ﴾ الزمر: ٧ এখানে (ـه) হা স্বেলাহ ছাড়াই মাযমূম। আর সূরা আ'রাফ ও শু'য়ারার ﴿ أَرْجِهْ ﴾ الأعراف: ١١١ ﴿ أَرْجِهْ ﴾ الشعراء: ٣٦ এবং সূরা নামলে ﴿ فَأَلْقِهْ ﴾ النمل: ٢٨ স্বেলাহ ছাড়াই সাকিন।

- আর যখন (ـه) -এর পূর্বের অক্ষর সাকিন হবে এবং পরের অক্ষর হারাকাতযুক্ত হবে তখন স্বেলাহ হবে না।

- কিন্তু সূরা ফুরকানের এ স্থান ছাড়া। যেমন: ﴿وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا﴾ الفرقان: ٦٩ এখানে স্বেলাহ মাদ করে পড়তে হবে।
- আর যদি (ـه) -এর পরের অক্ষর সাকিন হয়, তাহলে চাই তার আগের অক্ষর হারাকাতযুক্ত হোক বা সাকিন হোক (ـه)কে স্বেলাহ করা যাবে না। যেমন:

﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ﴾ التغابن: ١ ﴿وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْإِنجِيلَ﴾ المائدة: ٤٦

﴿فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ﴾ الأعراف: ٥٧ ﴿إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ﴾ غافر: ٣

নোট: (ه) হা স্বেলাহ মিলিয়ে পড়ার সময় মাদ হবে। কিন্তু ওয়াক্‌ফ করার সময় মাদ হবে না। এ অবস্থায় সাকিন করে পড়তে হবে।

সূরার শরুতে হরূফ মুক্বত্ত্ব'আত পড়ার নিয়ম

- কুরআন মাজীদের কিছু সূরার প্রথমে যে সকল হরূফে মুকাত্তা'আত (একটি করে বিচ্ছিন্ন অক্ষর) ব্যবহৃত হয় সেগুলো তিন প্রকার:

১. যা ৬ হারাকাত পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। ইহা ৮টি অক্ষরে হবে যার উপরে মাদের (˜) এ চিহ্নটি লিখা থাকবে : (ك، م ، ل ، ع ، ص ، ق ، ن ، س)। যেমন: كٓهيعٓصٓ

২. যা দুই হারাকাত পরিমাণ টেনে পড়তে হবে। এর হরফ মাত্র ৫টি যথা: (ح ، ي ، ط ، ه ، ر) । যেমন: طه

২. যার কোন মাদ নেই এমন অক্ষর মাত্র ১টি আর তা হচ্ছে আলিফ (ا)। যেমন: الٓمٓ

নোট: তাজবীদের বিস্তারিত ব্যাকরণ জানার জন্য আমাদের মূল বইটি (শিক্ষক ছাড়া কুরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি) পড়ুন।

কুরআন কারীমের বিরাম চিহ্নের পরিচয়

আরবি কুরআনের বিরাম চিহ্নের পরিচয়	
ওয়াক্‌ফ (বিরতি) করা জরুরি।	م
ওয়াক্‌ফ করা নিষেধ।	لا
মিলিয়ে পড়া উত্তম, তবে ওয়াক্‌ফ করা জায়েয।	صلے
ওয়াক্‌ফ করা উত্তম, কিন্তু মিলিয়ে পড়া জায়েয।	قلے
ওয়াক্‌ফ করা জায়েয।	ج
যে কোন এক স্থানে ওয়াকফ করা জায়েয।	∴ ∴
অতিরিক্ত অক্ষর বুঝানোর জন্য যা পড়তে হবে না।	۰
মিলিয়ে পড়ার সময় অতিরিক্ত অক্ষর বুঝানোর জন্য।	۰
এটি সুকূন চিহ্ন (হস্‌) বুঝানোর জন্য।	ْ
তানবীন বা নূন সাকিনকে ইকলাব করে পড়ার জন্য।	ۢ
বরাবর ফাতহা তানবীন যা ইযহার করে পড়ার আলামত।	ً
আগে-পরে ফাতহা তানবীন যা ইদগাম ও ইখফা করে পড়া লাগবে।	ࣰ
ছোট আলিফ যা অক্ষরের পাশে এবং ওয়াও ও ইয়া আলিফ পড়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।	ٰ
যদি অক্ষরের উপরে হয় তবে স্বদের পরিবর্তে সীন পড়া ওয়াজিব। আর যদি অক্ষরের নিচে হয় তবে স্বদ পড়া বেশি প্রসিদ্ধ।	س
ইহা অতিরিক্ত মাদ তথা টেনে পড়ার আলামত।	~
সেজদার স্থান যেখানে সেজদা করা ওয়াজিব তার নিচে দাগ থাকবে।	۩
ইহা পারা ও হিজ্‌ব শুরুর আলামত।	۞
ইহা আয়াত শেষ ও তার নম্বর তার আলামত।	٤

কিছু অতিরিক্ত বিরাম চিহ্নের পরিচয় ও অর্থ

চিহ্ন	অর্থ	উদাহরণ
۝٢	ইহা আয়াত শেষ ও তার নম্বরের আলামত।	قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١
۞	ইহা পারা ও হিজ্‌ব শুরু হওয়ার আলামত।	۞ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ
۩	ইহা সেজদার আলামত।	كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩
ۛ ۛ	কোন এক স্থানে ওয়াক্‌ফ করা জায়েজ দুই স্থানে নয়।	ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

আমাদের দেশীয় কুরআনে অতিরিক্ত ব্যবহৃত কিছু বিরাম চিহ্ন

চিহ্ন	অর্থ	উদাহরণ
○	ইহা আয়াত শেষ হওয়ার আলামত।	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١
ط	সাধারণ ওয়াকফের আলামত এবং এখানে ওয়াকফ করা প্রয়োজন।	لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ
ص	এখানে ওয়াকফ করার অনুমতি রয়েছে কিন্তু মিলিয়ে পড়া উচিত।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ
٥	ইরাকের কূফা শহরের কারীগণ ছাড়া অন্যান্য কারীগণের নিকট আয়াত শেষ হওয়ার আলামত।	صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
قف	এর অর্থ: দাঁড়াও! যেখানে পাঠকারীর মিলিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে সেখানে ব্যবহার করা হয়।	سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥
ز	ওয়াক্‌ফ করা জায়েযের আলামত। তবে ওয়াকফ না করাই উত্তম।	غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٧
س	সাকতাহ করার আলামত। শ্বাস জারি রেখে ওয়াকফ করাকে 'সাকতাহ' বলে।	كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤
وقفة	লম্বা করে সাকতা করার আলামত।	اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝١٧

চিহ্ন	অর্থ	উদাহরণ
لا	আয়াতের উপরে লিখা থাকলে ওয়াকফ করার ব্যাপারে দ্বিমত অছে। কিন্তু মাঝখানে লিখা থাকলে ওয়াকফ নিষিদ্ধ।	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥ لا فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ
ق	কারো কারো মতে ওয়াকফ করতে হবে কিন্তু ওয়াকফ না করাই উচিত।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝٥
ع	ইহা রুকুর আলামত।	اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢٠ ع
السجدة	ইহা সেজদার স্থানের আলামত।	وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۝٢١
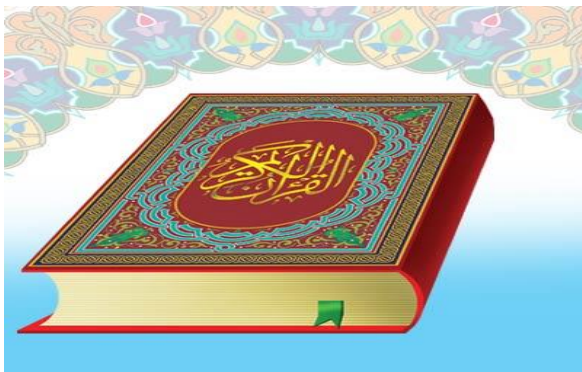
মাখরাজের বর্ণনা
مَخَارِجُ الْحُرُوف
কোন অক্ষরের মাখরাজ জানার পন্থা হলো: অক্ষরটিকে সাকিন করে তার পূর্বে একটি ফাতহাযুক্ত হামাজা দ্বারা উচ্চারণ করলে আওয়াজ যেখানে থেমে যাবে, সেটিই সে অক্ষরের মাখরাজ। যেমন:
أَبْ ، أَحْ ، أَهْـ ، أَقْ ، أَسْ ، أَنْ
1 و، ى، ا:
মাদের ওয়াও, ইয়া ও আলিফ মুখের ভিতরের খালি স্থান হতে উচ্চারিত হয়।
2 ء، ه
কণ্ঠনালীর গোড়া হতে উচ্চারিত হয়।
3 ع، ح
কণ্ঠনালীর মধ্যস্থান হতে উচ্চারিত হয়।
4 غ، خ
কণ্ঠনালীর অগ্রভাগ হতে উচ্চারিত হয়।
5 ق:
জিহ্বার গোড়া এবং ঐ বরাবর উপরের তালু হতে উচ্চারিত হয়।
6 ك
জিহ্বার গোড়ার একটু উপর এবং ঐ বরাবর উপরের তালু হতে উচ্চারিত হয়।
7 ج، ش، ى:
(এ ইয়া হারাকাতযুক্ত ও লীনের ইয়া) জিহ্বার মধ্যস্থল এবং ঐ বরাবর উপরের তালু হতে উচ্চারিত হয়।
8 ض
জিহ্বার ডান বা বাম বা একই সঙ্গে দুই পাশ এবং উপরের এক পাশ বা উভয় পাশের মাড়ির দাঁত হতে উচ্চারিত হয়।
একই সাথে দুই পাশ
বাম পাশ
ডান পাশ
9 ل
জিহ্বার অগ্রভাগের ও সামনের উপরের বড় দুই দাঁত ও তার সাথের কোন এক পাশের বা উভয় পাশের আরো দুই দাঁতের মাড়ি হতে।
একই সাথে দুই পাশ
বাম পাশ
ডান পাশ
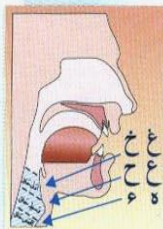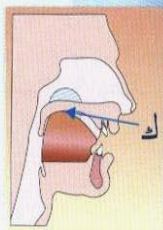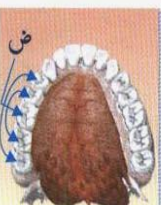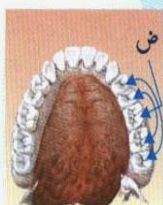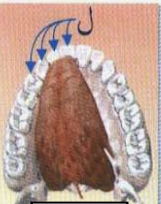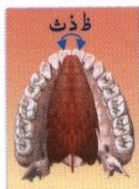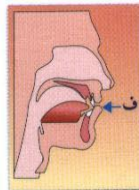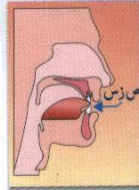
নোটঃ আরবিতে উপরের দুই দাঁতকে “সানায়া উল্ইয়া” এবং নিচের বড় দুই দাঁতকে “সানায়া সুফ্লা” বলে। এর পরের দুই দিক হতে দুই দাঁতকে “রুবা’ঈ” বলে। এর পরের দুই দিকের দুই দাঁতকে “আন্ইয়াব” বলে। এর পরের মাড়ির দাঁতগুলোকে “আজরাস” বলে।